NARSINGHA

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ মাইকের শব্দে লাগাম, প্রকাশ্যে বলি নিষিদ্ধ, পুলিশকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

ভাটপাড়া পুরসভাকে কর্পোরেট অফিস বানিয়ে লুঠপাট চলেছে: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ২২ মে ২০২৬ ৭ জৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.05.2026, Vol.19, Issue No. 339, 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর নতুন করে সিট গঠনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মামলায় পরিবারের দাবিগুলি খতিয়ে দেখতে পুনরায় তদন্ত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত করতে বলল হাইকোর্ট। সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টরের নেতৃত্বে ওই দল কাজ করবে। আদালত আরও জানিয়েছে, সিবিআইকে পুনরায় ঘটনাস্থলে যেতে হবে। পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সব তথ্য এবং নথি খতিয়ে দেখতে হবে। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, অপরাধের ধরন এবং সামাজিক পরিতৃপ্তির কথা মাথায় রেখে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আগামী ২৪ জুন, বুধবার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চে রিপোর্ট দেবে সিবিআই।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ও বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। সিবিআই এতদিন ধরে কী তদন্ত করেছে, রিপোর্টেই কী লেখা হয়েছে, সেই সব বিষয় উঠে আসে এদিন। আবার তদন্ত শুরু করা উচিৎ কি না, সেই বিষয় খতিয়ে দেখেন বিচারপতিরা। আদালত সূত্রে এও খবর, নির্যাতিতার পরিবারের আবেদন মেনেই এই নির্দেশ বলে জানা যাচ্ছে। অভয়ার পরিবারের দাবি ছিল সিবিআই তদন্তে একাধিক ত্রুটি রয়েছে। তাই পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক।

পাশাপাশি এদিন আরজি করের সেই অভিশপ্ত রাতের রহস্যভেদ করতে এবার খোদ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ 'টাইমলাইন' নিয়ে সিবিআই-কে কড়া নির্দেশও দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতির নির্দেশ, ঘটনার রাতে তরুণী চিকিৎসকের সহকর্মীদের সঙ্গে খাবার খাওয়ার সময় থেকে নির্যাতিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত - মাঝের সময়ে ঠিক কী কী ঘটেছিল এবং কারা কারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড ঘটনাক্রম সিবিআই-কে নতুন করে এবং নির্দিষ্টভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। সত্য উদ্ঘাটনের স্বার্থে এবং এই বৃহৎ ষড়যন্ত্রের গোড়ায় পৌঁছতে মামলার যে কোনও প্রয়োজনীয় ও সুদূরপ্রসারী দিক খতিয়ে দেখার জন্য সিবিআই-কে পূর্ণ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

'ধরেই বিএসএফের হাতে তুলে দিতে হবে'

অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে আদালতে পেশ করার দরকার নেই। সীমান্তে পাঠিয়ে দিতে হবে। বৃহস্পতিবার পুলিশ এবং আরপিএফ-কে এমনটাই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবারই নবান্ন থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এ বার হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠক শেষে ফের তা স্পষ্ট করে দিলেন।

প্রতি সপ্তাহে এমন কত জন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ছেন, সেই হিসাবও নিজের কাছে রাখতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধরপাকড়ের সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে ডিজিপি মারফত মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাতে হবে। হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠক শেষে এমনটাই জানান শুভেন্দু।

পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেলস্টেশন হাওড়া। প্রতি দিন বহু যাত্রী হাওড়া স্টেশন হয়ে যাতায়াত করেন। এ অবস্থায় অনুপ্রবেশকারী ধরতে হাওড়া

স্টেশন চত্বরে যে কড়া নজরদারি রাখতে হবে, তা-ও বৃহস্পতিবার নিজের কথায় স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পুলিশ কমিশনার এবং আরপিএফ-কে বলে দেওয়া হয়েছে, সিএএ-র আওতায় পড়েন না এমন বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হাওড়া স্টেশনে ধরা পড়লে, তাঁকে কোর্টে পাঠাবেন না। তাঁকে ভাল করে খাওয়াদাওয়া করিয়ে সোজা বনগাঁ পেট্রাপোল সীমান্তে, নইলে বসিরহাটে বিওপি-র (সীমান্ত চৌকি) কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

উল্লেখ্য, সিএএ-র আওতায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে চলে আসা ছ'টি জনগোষ্ঠীকে শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গত বছরের এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে বা ধর্মীয় নিপীড়নের ভয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে চলে আসা, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে। ভারত সরকার তাঁদের তাড়িয়ে দেবে না। ২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল কার্যকর হওয়া অভিবাসন এবং বিদেশি আইনের ৩৩ ধারা অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

বছর শেষেই হাওড়া-বালির পুরভোটের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৩ বছরে কোনও ভোট হয়নি। শেষ হয়েছিল ২০১৩ সালে। হাওড়া পুরসভার দীর্ঘ দিনের জটিলতা শীঘ্রই কাটতে চলেছে। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় প্রশাসনিক বৈঠক শেষে তা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, সব ঠিক থাকলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই হাওড়া এবং বালি পুরসভায় নির্বাচিত পুরবোর্ড গঠিত হয়ে যাবে।

প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকারের লক্ষ্য হল হাওড়া শহরের প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণ করে দীর্ঘমেয়াদে এটিকে আরও 'বিকশিত নগরী' হিসাবে গড়ে তোলা। তিনি বলেন, 'ওয়ার্ড বিন্যাসের কাজ সম্পূর্ণ করে এই বছরের মধ্যেই নির্বাচিত কর্পোরেশন বা পুরসভার হাতে দায়িত্বভার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আমরা আজকের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে পুরসভায় আসনবিন্যাসের কাজ শুরু করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন ছাড়া প্রকৃত পরিষেবার স্বাদ মানুষ পেতে পারে না। তাই সব ঠিকঠাক থাকলে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে গণতান্ত্রিক পৌরবোর্ডের হাতে হাওড়া পুরনিগম এবং বালি তুলে দিতে পারব বলে

আমাদের বিশ্বাস।'

পাশাপাশি হাওড়ার পুরপরিষেবাকে আরও উন্নত করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়াবাসীর জন্য পরিস্রুত পানীয় জল, সাফাইয়ের ব্যবস্থা, নিকাশি ব্যবস্থা এবং পার্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুরসভা পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র-সহ অন্য নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নের কথা বলেন তিনি। শুভেন্দু জানান, এই সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য একটি কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি গঠিত হয়েছে। ওই কমিটির সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন জেলাশাসক এবং কমিটির উপর নজরদারি চালাবেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব।

হাওড়ার ভোট নিয়ে জোট কাটার কোনও বার্তা আসে কি না, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের আগে পুর পরিষেবার পাশাপাশি নজর ছিল সে দিকেও। হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে বালি পুরসভার সংযুক্তিকরণ এবং পৃথকীকরণ ঘিরে আইনি জট এবং ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জটের কারণে বার বার থমকে যায় হাওড়ার ভোট। রাজ্যে পালাবদলের পরে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হতেই পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। সেখানেই হাওড়ার ভোট নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল। এ বার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন, এ বছরের মধ্যেই হাওড়ার পুরভোট হয়ে যাবে।

ফাঁকা ময়দানে ভয়মুক্ত পুনর্নির্বাচন ফলতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফলতার 'পুষ্পা' ময়দানে নেই, আর তাতেই ভয়মুক্ত ভোটের ছবি ধরা পড়ল পুনর্নির্বাচনে, এমনটাই দাবি বিরোধীদের। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ওরফে 'পুষ্পা' ভোটের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর থেকেই ফলতার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায়। বুধবার পুনর্নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই গোটা কেন্দ্র জুড়ে ছিল কড়া নিরাপত্তা। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের টহলে কার্যত ছয়লাপ হয়ে যায় ফলতা।

বিশেষ করে জাহাঙ্গির খানের এলাকা শ্রীরামপুর গ্রামে ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। ভোটারদের আশ্বস্ত করা হয়, ভয়ভীতি ছাড়াই তাঁরা বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন। বিরোধীদের দাবি, এতদিন যে এলাকায় সন্ত্রাস ও দাপটের অভিযোগ উঠত, সেখানে এবার প্রথমবার সাধারণ মানুষ অনেকটাই নিশ্চিন্তে ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের তরফেও শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবি করা হয়েছে। সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস এবং অরিন্দম নিয়োগী জানান, সম্পূর্ণ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের হার দাঁড়ায় ৮৬.১১ শতাংশ, যা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায়ও

বেশি। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্রেই ভোটের হার নেমে গিয়েছিল প্রায় ৩১ শতাংশে। ফলে পুনর্নির্বাচনে ভোটদানের এই উৎসাহ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

কমিশন জানায়, ফলতা কেন্দ্রের ২৮৫টি বুথেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। সংবেদনশীল বুথগুলিতে বুথের ভিতরে দু'টি এবং বাইরে একটি করে ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। সকাল থেকেই কন্ট্রোল রুম থেকে লাইভ নজরদারি চালানো হয়। নির্বাচন কমিশনের দাবি, আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোনও বড় অভিযোগ জমা পড়েনি। যে কয়েকটি অভিযোগ এসেছে, তার বেশিরভাগই ভিভিপ্যাট বা ইভিএম সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সমস্যা।

নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন ছিল ২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার মধ্যে চার কোম্পানি মহিলা সিএপিএফ। পাশাপাশি কুইক রেসপন্স টিম, রাজ্য পুলিশ এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদেরও মোতায়েন করা হয়েছিল গোটা কেন্দ্র জুড়ে। এদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, জাহাঙ্গির খানের ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানো এবং তার পরের শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ ফলতার রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে দিল। বিরোধীদের দাবি, 'যেখানে ভয় ও প্রভাব খাটানোর অভিযোগ ছিল, সেখানে এবার সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন বলেই এত বেশি ভোট পড়েছে।'

আগামী ২৪ মে ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে ভোট গণনা হবে। সকাল আটটা থেকে শুরু হবে গণনা। একটি হলে ২০টি টেবিলে মোট ২১ রাউন্ডে গণনার কাজ চলবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

৩১ জুলাই পর্যন্ত রক্ষাকবচ অভিষেককে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ওই এফআইআর খারিজের আর্জি জানালেও তা নাকচ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেকের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দলের শীর্ষ পদে থেকেও তিনি এমন মন্তব্য কেন করবেন, তা জানতে চান বিচারপতি।

হাইকোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে অভিষেককে। তদন্তে তিনি সহযোগিতা না-করলে আদালতে আবেদন জানাতে পারবে পুলিশ। একই সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশ, অভিষেককে তলব করতে হলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে পুলিশকে। আদালতের অনুমতি ছাড়া আপাতত দেশ ছাড়তে পারবেন না অভিষেক। এফআইআর খারিজের আর্জি নাকচ করে বিচারপতি জানিয়ে দেন, এই বিষয়ে তদন্ত চলবে। আগামী ২০ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বৃহস্পতিবার অভিষেকের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণের উদ্দেশে বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, 'আপনি বলছেন আপনার মক্কেল সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। তিন বারের সাংসদ। তিনি কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করবেন? নির্বাচনের আগে কেন এমন করা হবে? যে রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসার মতো কালো ইতিহাস রয়েছে।' কল্যাণ তাঁর সওয়ালে বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন।

ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল

শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যোগ্য দল হিসাবে ভারতসেরা হল ইস্টবেঙ্গল। যোগ্য দল হিসাবে প্রথম বার আইএসএল জিতল ইস্টবেঙ্গল। যোগ্য দল হিসাবে ২২ বছর পর জাতীয় স্তরে ট্রফি জিতল ইস্টবেঙ্গল। ২৪ ঘণ্টা আগে দলের কোচ অস্কার ব্রুজো চেয়েছিলেন, শেষ ৯০ মিনিট নিজেদের সেরাটা দিক দলের ছেলেরা। সেটাই দিলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা, রশিদ, ইউসেফ এজেজারিরা। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে পিছিয়ে পড়েও ইস্টার কাশীকে ২-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। অবশেষে স্বপ্নপূরণ হল তাদের।

ইস্টবেঙ্গলের এই জয়কে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এর শিরোপা জয়ের জন্য ইস্ট বেঙ্গল এফসি-কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ 'লাল-হলুদ' সমর্থক ও অনুরাগীদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত স্মরণীয় দিন। বাংলার ফুটবল ঐতিহ্যের প্রকৃত চেতনার প্রতি আপনারা যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। দলের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং ম্যানেজমেন্ট, সকলেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, অদম্য নিষ্ঠা ও ইস্পাতকঠিন মনোবল দিয়ে কী অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। মোহনবাগানকেও জানাই বিশেষ সাধুবাদ, সমসংখ্যক পয়েন্ট অর্জন করা সত্ত্বেও, গোল পার্থক্যের কারণে তারা অল্পের জন্য শিরোপা হাতছাড়া করে দ্বিতীয় স্থানেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমার্থকই হলো ফুটবল, আর এই দুই দলই আমাদের গর্বিত করেছে।'

ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি মোহনবাগানেরও সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। তার জন্য ইস্টবেঙ্গলকে পয়েন্ট নষ্ট করতে হত। পাশাপাশি জিততে হত বাগানকে। যুবভারতীতে এসসি দিল্লির বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত জিতল মোহনবাগান। গোল করলেন মনবীর সিং ও জেমি ম্যাকলারেন। ইস্টবেঙ্গলের মতোই ২-১ গোলে জিতল বাগান। দু'দলই ১৩ ম্যাচে ২৬ পয়েন্টে শেষ করল। কিন্তু গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় জিতল ইস্টবেঙ্গল। মহমেডানের বিরুদ্ধে ৭-০ গোলে জেতার সুবিধা পেল তারা। সমান পয়েন্ট পেয়েও দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল গত দু'বারের চ্যাম্পিয়নেরা। পঞ্জাব এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে তিন নম্বরে শেষ করল মুম্বই সিটি এফসি।

এনআইএ-এর জালে পাক গুপ্তচর

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় এনআইএ-এর জালে গুপ্তচর। আর তাতেই পাক গুপ্তচরবৃত্তির পর্দাফাঁস। গ্রেপ্তার কলকাতার এন্টালির বাসিন্দা জাফর রিয়াজ। কলকাতায় জুতোর ব্যবসা করত জাফর। তাঁর দুটো কারখানা রয়েছে। কিন্তু তার আড়ালেই চলত গুপ্তচরবৃত্তি। নিজের নামে সিম তুলে পাক গোয়েন্দা অফিসারকে সাহায্য করত রিয়াজ। তদন্তে নেমে এনআইএ-এর নামে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জাফর ভারতের বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর দপ্তর, সেনা ছাউনি এবং জওয়ানদের গতিবিধির ছবি ও ভিডিও তুলে সরাসরি আইএসআই-এর কাছে পাঠাত। এখানেই শেষ নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেনামে ভারতীয় সিম কার্ড তুলে তার ওটিপি পাঠাত পাকিস্তানের হ্যান্ডলারদের কাছে। পাক গুপ্তচররা সেই ভারতীয় নম্বরগুলি ব্যবহার করে সুন্দরী মেয়েদের নাম ও ছবি দিয়ে ফেক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলত। এরপর সেই প্রোফাইল থেকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের টার্গেট করে চলত 'হানি ট্র্যাপ' বা প্রেমের ফাঁদে ফেলার খেলা, যার মূল পান্ডা ছিল এই জাফর। এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের একাধিক ধারায় জাফর রিয়াজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত জাফর রিয়াজ ওরফে রিজভির পারিবারিক জুতোর ব্যবসা ছিল কলকাতায়। জুতো তৈরির দু'টি ছোটখাটো কারখানাও ছিল। সেই জাফরই ব্যবসাপত্র ছেড়ে হয়ে ওঠেন পাক গুপ্তচর! এর মাঝে পাকিস্তানের লাহৌরের মডেল টাউনের বাসিন্দা রাবিয়ার সঙ্গে ২০০৫ সালে বিয়ে হয় জাফরের। পারিবারিক পরিচয় সূত্রেই বিয়ে হয় দু'জনের। তার পরে ২০১২ সাল পর্যন্ত এন্টালিতে থাকতেন দম্পতি। এর পরে একটি দুর্ঘটনা ঘুরিয়ে দেয় জাফরের জীবনের মোড়। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর শারীরিক কারণে ব্যবসা চালাতে সমস্যার মুখে পড়েন জাফর। আর্থিক সমস্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওই সময়ে লাহৌরের শ্বশুরবাড়ি থেকে জাফরকে প্রস্তাব দেওয়া হয় পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্য। সেই মতো ওই বছরেই প্রথমে স্ত্রী রাবিয়াকে লাহৌরে পাঠিয়ে দেন জাফর। পরে কলকাতার সম্পত্তি বিক্রি করে পর্যটক ভিসা নিয়ে নিজেও পৌঁছে যান লাহৌরে। সেই প্রথম বার লাহৌরে যান তিনি। লাহৌরেই বিদেশি নথিভুক্তিকরণ দপ্তরে 'আওয়াইশ' নামে এক পাকিস্তানি আধিকারিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জাফরের। জানা যাচ্ছে, ওই পাক আধিকারিকের সূত্র ধরেই পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। সেই থেকে পাক গুপ্তচর সংস্থার নির্দেশ মতোই চিকিৎসার জন্য নিয়মিত ভারতে আসতে থাকেন।

প্রায় এক বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানোর পর কলকাতার উপকণ্ঠেই হদিস মেলে জাফরের। এদিকে এনআইএ সূত্রে খবর, গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছেন। চরবৃত্তির অভিযোগও ওই ধৃত কলকাতাতেও কোনও নেটওয়ার্ক বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন কি না, সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ভোট মিটলেও রাজ্যে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার বিধানসভা ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ আরও বাড়িয়েছে। রাজ্যের অনুরোধে আরও এক মাস, অর্থাৎ আগামী ২০ জুন পর্যন্ত রাজ্যে মোতায়েন থাকবে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে রাজ্যকে জানানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভোট-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৬ মে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যে ২০০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ১৫০ কোম্পানি বিএসএফ, ৫০ কোম্পানি সিআইএসএফ, ৫০ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ৫০ কোম্পানি এসএসবি মোতায়েন থাকবে।

রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কারণ, নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন

জেলায় আইনশৃঙ্খলা, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা নিয়ে বারবার সরব হয়েছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা বাড়ানোর মতো একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় রাজ্য সরকারকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ, আবাসন, লজিস্টিক এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপারেশনাল প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে এখনও রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি বলেই কেন্দ্রীয় বাহিনী সরানো হচ্ছে না। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা, স্পর্শকাতর এলাকা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষপ্রবণ অঞ্চলে আগামী কয়েক সপ্তাহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি বজায় থাকবে বলেই প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত।

বিরোধীদের একাংশ অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে 'অস্বাভাবিক পরিস্থিতির স্বীকারোক্তি' বলেই কটাক্ষ করেছে। তাদের দাবি, রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতির দাবি করলেও বাস্তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর নির্ভরতা বাড়ছে। যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Suman Pal S/o Somnath Paul born on 13/11/1998 residing at 83A, Akhil Mistry Lane, Raja Ram Mohan Sarani, Kolkata - 700009, have changed my name to Suman Paul vide affidavit No. 6650 Dated 20/05/2026 at Alipur.

Change of Name

I, **DEEPALI KULKARNI** W/o **SANDEEP KULKARNI**, residing at Qtr. No: B-200, IIT Kharagpur Campus, Kharagpur, District: Paschim Medinipur, Pin : 721302, West Bengal, shall henceforth be known as **DEEPALI SANDEEP KULKARNI** as declared In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 6267 dated 12/05/2026. **DEEPALI KULKARNI** and **DEEPALI SANDEEP KULKARNI** both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, Akash Agarwala S/O Sri Sanjoy Agarwala residing at 131, Gour Babu Road, P.O. - Kanchrapara, P.S. - Bizpur, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743145 do hereby declare vide affidavit before the Notary at Barrackpore dated 19.05.2026 that my actual name is Akash Agarwala and actual name of my father is Sanjoy Agarwala and actual name of my mother is Anuradha Agarwala which has been recorded in my official documents i.e. Aadhaar Card, Voter Card, Passport and PAN Card but inadvertently in my educational documents, my name has been recorded as Akash Agarwal, my father's name as Sanjoy Agarwal and my mother's name as Anuradha Agarwal.
Akash Agarwala and Akash Agarwal, Sanjoy Agarwala and Sanjoy Agarwal and Anuradha Agarwala and Anuradha Agarwal are identical and same persons.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 20/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12544 নং এফিডেভিট বলে আমি Kabita Bhar ও Kabita Bhar (Bhattacharjee) W/o. Palash Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/05/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 458 নং এফিডেভিট বলে আমি Hiranmay Bhattacharya (old name), S/o. Nitya Gopal Bhattacharya, R/o. Matri Argha Goal Tuli Lane, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Hiranmay Bhattacharya নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hiranmoy Bhattacharya নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Hiranmoy Bhattacharya & Hiranmay Bhattacharya S/o. Nitya Gopal Bhattacharya, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7768 নং এফিডেভিট বলে আমি Pratap Koley S/o. Saktikanta Koley ও Pratab Kole S/o. S. P. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8056 নং এফিডেভিট বলে আমি Gautam Das S/o. Kartick Chandra Das ও Goutam Das S/o. K Ch Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 52 নং এফিডেভিট বলে আমি Mojahid Hussain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Osman Gani ও Usman Hussain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এফিডেভিট

আমার আসল নাম NIKHIL SARKAR, যা আমার আধার কার্ড,ভোটার কার্ড,প্যান কার্ডে ও আমার পুত্র RANGAN SARKAR-এর আধার কার্ড,প্যান কার্ডে নথিভুক্ত আছে।আমার স্ত্রীর আসল নাম SHARBANI SARKAR, যা আধার কার্ড,ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেট ও মাধ্যমিক প্রবেশপত্রে NIKHIL SARKAR-এর পরিবর্তে আমার নাম ভুলবশত NIKHIL CHANDRA SARKAR হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমার উক্ত ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার স্ত্রীর নাম SHARBANI SARKAR-এর পরিবর্তে ভুলবশত সবাণী সরকার হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, কৃষ্ণনগর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট(প্রথম শ্রেণী)-র ১৩.৫.২৬তারিখে একটি হলফনামা অনুসারে, NIKHIL SARKAR, NIKHIL CHANDRA SARKAR ও SARBANI SARKAR, SHARBANI SARKAR একই ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) গোলেহার বেওয়া, স্বামী মৃত গোলজার সেখ ২) নজরুল সেখ ৩) রমজান সেখ, উভয়ের পিতা গোলজার সেখ ৪) মালেকা বিবি, স্বামী বিরাজ সেখ, সকলের সাং ও পো: গজধর পাড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২ ,পক্ষে বিগত ইং 19/12/2024 তারিখে I-12151/24 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, নাফিজুল হক, পিতা মৃত মানারুল হক, সাং বড়ুয়া খাসপাড়া, পো: বড়ুয়া থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯। **তপশীল**:- খতিয়ান এল. আর নং ২৬১৫, ৫৫১৭, ৫৫২৩। আর.এস ও এল. আর দাগ নং ৪৮,৪৯,৪৯ ও মোট পরিমাণ ৭.২২ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বেলডাঙ্গা B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) জয়নব বিবি, ২) আমিরুন নেসা বিবি, ৩) মেহেরুন নেসা বিবি, পিতা-রহছদ্দিন সেখ ৪) হাবুল হাসেম সেখ, পিতা- ইজ্জতুল্লা সেখ, সাং- ভাবতা, ৫) আব্দুর রহমান ৬) আব্দুর রশিদ ৭) ওজিফা বিবি ৮) গোল বানু বিবি ৯) নাহার বানু বিবি ১০) আফরোজা বিবি ১১) নাজমিরা বিবি ১২) তাসলিমা বিবি ১৩) সুফিয়া বিবি, সকলের পিতা মৃত আব্দুল বারী , পক্ষে ১) আব্দুল হাদী ২) আব্দুল সেখ, ৩) আব্দুল্লা গফুর সেখ পিতা মৃত রইছদ্দিন সেখ, সাং- দেবকুন্ডু, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পক্ষে বিগত ইং 17/08/2009 তারিখে I-0086/09 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, নাবালক ১) হবিবুর সেখ, ২) নাজির হোসেন ৩) আজিবুর সেখ ৪) মোকাদ্দেস সেখ, পক্ষে পিতা- ১) আজমল সেখ পিতা মৃত মোক্তার আলী,২) হাফিজল সেখ, ৩) সফিজুল সেখ, পিতা - আজমল সেখ, সাং-দেবকুন্ডু, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ। **তপশীল**:- দাগ নং ৪০২ ও মোট পরিমাণ ২৯ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বেলডাঙ্গা B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২২শে মে, ৭ ই জ্যৈষ্ঠ। শুক্র বার। যস্ঠি তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে সকাল কোন দোষ নেই ১২/২ র পরে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(রাজা রামমোহন রায়ের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

=বিজ্ঞপ্তি=

তমলুক সিভিল জজ (সিনিঃ ডিভিঃ) দ্বিতীয় আদালত
T.S.-27/2023
শ্রী প্রতাপ সামন্ত ....বাদী
বনাম
শ্রীমত্যা দীপা মাইতি দীং ....বিবাদীগন
এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যায় যে,নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া তমলুক সিভিল জজ (Sr. Div) ২য় আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা চলিতেছে। উহাতে ১। শ্রীমত্যা দীপা মাইতি, স্বামী ৺মনীন্দ্র নাথ মাইতি, ২। শ্রী শুভব্রত মাইতি, পিতা- ৺মনীন্দ্রনাথ মাইতি, ঠিকানা- 200 Saltlake Block AC, Bighannagar Saltlake, North 24 Pargana, ৩। শ্রী স্বপন বেরা, পিতা - ৺নিবারন বেরা, সাং ও পোঃ- রঘুনাথবাড়ী, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬৩৪, ইহাদের কোন আপত্তি থাকিলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে আপত্তি দাখিলে Contest করিতে পারিবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা এতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।অন্য সন ২০২৬/ ২৮-০৪ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।
তপশীল ভূমির বিবরন
জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- পাঁশকুড়া
মৌজা- কুমরআড়া, J.L. No.-326 L.R খতিয়ান নং- ১৭৪৩৮৫ দাগের ১৬ ডেঃ।
অনুমত্যানুসারে,
কিশলয় পাহাড়ী (সেরেস্তাদার)
তমলুক সিভিল জজ (Sr. Div)দ্বিতীয় আদালত।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ৬নং বিক্রেতা **শ্রীমতী আল্পনা দে** স্বামী শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে ও পিতা ৺গদাধর মাজি, সাকিম ভোলা, কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়া বিগত ইং ২৫/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2444/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **শ্রী শুভঙ্কর দে** পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে, সাকিম ভোলা, কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এবং ১৪ ও ১৫নং বিক্রেতাগণ **শ্রী পার্থ প্রতিম সান্যাল** পিতা ৺শচী পতি সান্যাল ও **কুমারী কস্তুরী সান্যাল ওরফে কস্তুরী পার্থ প্রতিম সান্যাল** পিতা পার্থ প্রতিম সান্যাল উভয়ের সাকিম ২১০৪ গ্রান্ডে লোধা কাশা রয়েল, বালুকুম, কাপুরবাড়ী, থানে, মহারাষ্ট্র- ৪০০৬০৭ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৮/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1067/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **শ্রী গৌতম কুমার মাজি**, পিতা ৺নিরঞ্জন মাজি সাকিম ১৭/এ, শিবতলা লেন, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আমমোক্তার গ্রহীতাগণ **১)শ্রী শুভঙ্কর দে** পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে, উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে এবং **২)শ্রী গৌতম কুমার মাজি**, উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05152/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রীতম হরি** পিতা চন্দন হরি, সাকিম খামারপাড়া শিবতলা লেন, কল্যানগনর, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ১ কাঠা ০২ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, ২২ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২১৮, ২৪৯, ৩৮৮, ৫০৮, ৫৫১, ৬৭৪, ৭৭১, ৮৮৩, ৯৭৬ ও ১১৯৬ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ২২৩৯ তথা হাল এল.আর. ৩০০৮ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০১৮৬ একর বা ১ কাঠা ০২ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী প্রীতম হরি** পিতা চন্দন হরি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- মীর মহঃ **কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**, চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বেলুড় মঠে গিয়ে রাজ্যের মঙ্গল কামনার প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর এই প্রথম সফর বেলুড় মঠে। বৃহস্পতিবার সকালে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্ব সদর দপ্তরে গিয়ে রাজ্যের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত মে মাসে শপথ নেওয়ার পর এই প্রথম মঠে পা রাখলেন তিনি। মঠে পৌঁছে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল মন্দিরে পুষ্প নিবেদন করে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বিবেকানন্দ স্মৃতিকক্ষ, ব্রহ্মানন্দ মন্দির ও সারদা দেবীর মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে আশীর্বাদ করেন। রাজ্যের শান্তি ও জনকল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন প্রেসিডেন্ট মহারাজ।

সংবাদমাধ্যমকে শুভেন্দু বলেন, বিবেকানন্দের আদর্শই সমাজের পথপ্রদর্শক। সাড়ে দশ কোটি মানুষের সেবার দায়িত্ব পালনে শক্তি চাইতেই তিনি এই পুণ্যভূমিতে এসেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি। আধ্যাত্মিক সফর সেরেই সরাসরি হাওড়াতেই উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, শাসন শুরুর দিনেই মঠে যাওয়া ও পরপর বৈঠক; দুটো বার্তা একসঙ্গে। একদিকে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে উন্নয়নের কাজে দ্রুত নামার তৎপরতা। নতুন সরকারের ভাবমূর্তি গড়তে এই কৌশল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন বাতিল কলকাতা পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পালাবদলের পর হঠাৎ-ই পুরসভার প্রথম মাসিক অধিবেশন বাতিল। পালাবদলের পর বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এমনই এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী কলকাতা পুরসভা। এরপরই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন ঘটনার পিছনে রাজ্য-পুরসভা দ্বন্দ্ব নাকি অন্য কারণ তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা।

কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন শুক্রবার অর্থাৎ ২২ মে হওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডের নির্দেশে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তা জানানো হয়, শুক্রবারের মাসিক অধিবেশন বাতিল। এ নিয়েই রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। কলকাতা পুরসভার আইন বলছে, মাসিক অধিবেশন না হলে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হতে পারে। এমনকী, কলকাতা পুরসভার বোর্ড বকলমে ভেঙে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু কেন এই মাসিক অধিবেশন বাতিল করা হল তা নিয়ে পুরসভার

কমিশনারের দপ্তরের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে রাজ্যে হয়েছে পালাবদল। বর্তমানে রাজ্য প্রশাসন বিজেপির হাতে এবং কলকাতা পুরসভায় তৃণমূল ক্ষমতাসীন। রাজনৈতিক মহলের বড় অংশের মত, রাজ্য এবং কলকাতা পুরসভার ক্ষমতাসীন শাসকদলের দ্বন্দ্বে এবার পুরসভায় অচলবস্থা তৈরি হতে চলেছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ডেকে পাঠান কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডেকে। এভাবে যাতে মাসিক অধিবেশন বাতিল না হয়, তা দেখতে মেয়র ববি হাকিম অনুরোধ করেন কমিশনারকে।

যদিও এই বাতিল বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই পরিস্থিতি আরও চরমে ওঠে আচমকাই কলকাতা পুরসভার সচিব স্বপন কুণ্ডুকে বদলি করে দেওয়ায়। সূত্রের খবর, পুরসচিবকে মাসিক অধিবেশন বাতিল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন পুরসভার কমিশনার। কিন্তু সচিব সেই সিদ্ধান্ত মানতে চাননি এবং কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করেননি। একইসঙ্গে আইন মাফিক এভাবে ২৪ ঘণ্টা আগে কোন জরুরিকালীন সমস্যা ছাড়া বাতিল করা যায় না বলেও পুরসচিব জানিয়ে দেন। সূত্রের খবর, এরপরই পুরসভার সচিবকে বদলি করার সিদ্ধান্ত নেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার। তবে এভাবে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন বাতিল হওয়া অতীতেও ঘটেনি বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

জলাশয় ভরাটে কড়া ব্যবস্থা, অরূপ রায়কে নিশানায় মুখ্যমন্ত্রীর

নজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়াকে নজির বানাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, পুকুর বুজিয়ে গড়ে ওঠা সব বেআইনি বাড়ির হিসাব হবে। নিয়ম না মেনে তৈরি প্রতিটি সৌধে তদন্তের নির্দেশ দিলেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, পরিবেশ ধ্বংস করে নগরায়ণ চলবে না। বৈঠকে সবচেয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়কে ঘিরে। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধেও আইন চলবে নিজের পথে। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে একদা প্রভাবশালী মন্ত্রীকে এই বার্তা হাওড়ার রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে। অনেকের মতে, বদলের সরকার পুরনো শাসনের খাতা খুলছে।

আর্থিক শৃঙ্খলাতেও জোর দিয়েছেন শুভেন্দু। গত দশ বছরে হাওড়া পুরনিগমে সরকারি টাকা কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ চাইলেন। হুঁশিয়ারি দিলেন, তছরুপ ধরা পড়লে দায়ীকে রাজকোষে অর্থ ফেরাতে হবে। এক পয়সাও রেয়াত নয়। প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভঙ্গিতেই স্পষ্ট, তিনি কঠোর হতে এসেছেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত দাস বললেন, পুকুর ভরাট নিয়ে বহুবার বলেছি। এবার কাজ হলে শহর বাঁচবে। বিশ্লেষকদের মতে, শুভেন্দুর কৌশল তিনমুখী; দুর্নীতিতে ছাড় নয়, পরিবেশ রক্ষায় কড়াকড়ি, আর রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া। হাওড়া-বালি পুরভোটের আগে এই আগ্রাসী পদক্ষেপ বিরোধীদের উপর চাপ বাড়াল।

পুরভোটের বার্তা নিয়ে শিবপুরে রুদ্রনীলের ধন্যবাদ যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: জয়ের পর প্রথমবার শিবপুরের পথে নামলেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। বালিটিকুড়ি থেকে সানপুর পর্যন্ত ধন্যবাদ যাত্রায় ভিড় করলেন সমর্থকেরা। মিছিল থেকেই হাওড়ার দীর্ঘ পুর-শূন্যতাকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। রুদ্রনীলের বক্তব্য, ২০১৩ সালের পর হাওড়ায় নির্বাচিত কাউন্সিলর নেই। ভোট না হওয়ায় গোটা শহর অভিভাবকহীন। তাঁর অভিযোগ, বর্ষায় জমা জল, ভাঙা নিকাশি আর রাস্তায় উপচে পড়া আবর্জনায় নাজেহাল বাসিন্দারা। মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। পুরসভার ভোট হলেই সুরাহা মিলবে, জানালেন বিধায়ক।

এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রশাসক দিয়ে চলছে হাওড়া পুরসভা। ক্ষমতার পালাবদলের পর শাসক দলের বিধায়কের গলায় পুরভোটের দাবি নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশ বলছেন, প্রতিনিধি না থাকায় সমস্যা জানানোর জায়গা নেই। ধন্যবাদ যাত্রার ফাঁকে রুদ্রনীলের সুরে স্পষ্ট, জনপরিষেবা ফেরাতে নির্বাচিত বোর্ডই একমাত্র পথ।

টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি দপ্তরগুলিতে কেনাকাটা ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সমস্ত দপ্তর, সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয়, পরিষেবা গ্রহণ এবং বিভিন্ন কাজের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন বা সিভিসি-র প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে।

অর্থ দপ্তরের তরফে জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় এই কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এতদিন পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্সিয়াল রুলস এবং অর্থ দপ্তরের বিভিন্ন মেমোরান্ডাম অনুযায়ী সরকারি ক্রয়নীতি পরিচালিত হত। পাশাপাশি জেম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেনাকাটার ক্ষেত্রেও একাধিক নির্দেশ কার্যকর ছিল। তবে সরকারি ক্রয়প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে এবার সিভিসি-র গাইডলাইনকেও বাধ্যতামূলক কাঠামোর মধ্যে আনা হল।

অর্থ সচিব প্রভাত মিশ্রর স্বাক্ষর করা ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনের তরফে সময় সময় জারি হওয়া প্রযোজ্য সার্কুলার ও গাইডলাইন সরকারি কেনাকাটা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। সমস্ত দপ্তরকে দ্রুত এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, টেন্ডার বণ্টন এবং সরকারি ক্রয়প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পরই নতুন সরকার এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। সরকারি টেন্ডার ও কেনাকাটার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যতে কোনও ধরনের পক্ষপাত বা দুর্নীতির অভিযোগ এড়াতেই এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন মূলত সরকারি ক্রয়ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় নির্দেশিকা জারি করে থাকে। এবার সেই নির্দেশিকাগুলিকেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের জন্য কার্যত বাধ্যতামূলক করে দিল অর্থ দপ্তর।

খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দিরে নামসংকীর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের- ‘ যা যা নাম দিগে যা’- নির্দেশ পাওয়া সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম প্রচার সংঘের পার্কের নামের পরিচালনায় ২৪ মে রবিবার খি দিরপুর জগন্নাথ মন্দিরে নাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন ধর্মালোচনায় অংশ নেবেন সাধুসন্তগণ।

মিলল না নিম্নচাপের পূর্বাভাস, প্রাক-বর্ষার বৃষ্টির অপেক্ষায় দক্ষিণবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গবাসীর জন্য এখনই স্বস্তির কোনও খবর নেই। আন্দামান সাগরে যে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনার কথা আবহবিদরা শুনিয়েছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। ইতিমধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বাতাস (বর্ষা) ঢুকে পড়ার ফলে নতুন করে কোনও নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। ফলে, দিন কয়েকের টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গ যে কিছুটা স্বস্তি পাবে, সেই আশা আপাতত নেই। আগামী কয়েক দিন আর্দ্রতাজনিত প্রচণ্ড অস্বস্তি কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে বজায় থাকবে।

বুধবার বিকেলের দিকে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বইলেও, তা সাময়িক স্বস্তি ছাড়া স্থায়ী কোনও সমাধান দিতে পারেনি।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্র গোয়েঙ্কার মতে, এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো জোরালো কালবৈশাখী অথবা বেশ কয়েক ঘণ্টার টানা বৃষ্টি। কিন্তু সেই পরিস্থিতি কবে আসবে, তার সুনির্দিষ্ট কোনও উত্তর আপাতত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কাছে নেই। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি এবং আকাশে মেঘের আস্তরণ; এই দুইয়ের জোড়া ফলায় জেরবার দক্ষিণবঙ্গ। মেঘের স্তর ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণে বাধা দিচ্ছে এবং জলীয় বাষ্প শরীরের ঘাম বাতাসে মিশতে দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে, তীব্র গরম আর ঘর্মাক্ত এই দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে এখন একমাত্র প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিই শেষ ভরসা দক্ষিণবঙ্গের।

আবাস যোজনার নামে কাটমানি, গ্রেপ্তার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাংলার আবাস যোজনা ঘরের কাটমানি আদায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই পঞ্চায়েতর উপপ্রধান তপন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তার বিরুদ্ধে থাকা একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে

গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে মারধরের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে এফআইআর-এ নাম থাকা তপন মণ্ডল উপপ্রধানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ তাকে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানালে বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।

হাওড়া জংশনে প্যাকেটে আগুন, সন্দেহভাজন যুবক সিসিটিভিতে বন্দি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জংশনের পুরনো ক্যাব রোডে পড়ে থাকা প্যাকেটে হঠাৎ আগুন ছড়াতেই চাঞ্চল্য। ১৯ মে মিথিলা এক্সপ্রেসে ধোঁয়া ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে এই ঘটনা। সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে, টিকিট ঘরের সামনে এক যুবক প্যাকেট ফেলে সরে যায়। কিছু পরেই জ্বলে ওঠে সেটি। দূরে দাঁড়িয়ে সে নজর রাখছিল। মিথিলা এক্সপ্রেসের সাধারণ কামরা থেকে ধোঁয়া দেখে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে। আরপিএফ এসে আগুন নেভায়। ক্ষতিগ্রস্ত কামরা বদলে ট্রেন ছাড়ে। ঘটনাস্থলে পেট্রোলের গন্ধ মিলেছে। আরপিএফের সিনিয়র কমিশনার চোকা রঘুবীর জানান, ছবি চিহ্নিত করে ছয়টি দল খোঁজ চালাচ্ছে। দ্রুত ধরা পড়বে সন্দেহভাজন। তদন্ত চলছে।

বিধায়কের উদ্যোগে কমে গেল কলেজের এডমিশন ফি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: কলেজছুট ছাত্র-ছাত্রী কমাতে এবার বিধায়কের উদ্যোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ অভিনব উদ্যোগ নিল। আর এর ফলে কলেজে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বেলপুকুরে শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয় নামে যে কলেজটি রয়েছে, তার সুনাম থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে ওই কলেজে ক্রমশ ছাত্রছাত্রী কমতে শুরু করে, যা একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষের। নির্বাচনী প্রচারের সময় শ্যামপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডক্টর হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় বুঝতে পারেন, কলেজে অতিরিক্ত ফি। তার জন্যই অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। যদিও কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ার আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু বিধায়কের উদ্যোগে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কিভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে নিজেদের মধ্যে বিস্তর আলাপ আলোচনা করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ঠিক হয় কলেজে ভর্তি ফি কমিয়ে দেওয়া হবে। আগে যেখানে চার হাজার টাকারও বেশি ভর্তি ফি নেওয়া হতো। এবার থেকে শ্যামপুর কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাত্র দেড় হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। আর এতেই রীতিমতো উচ্ছসিত সাধারণ কলেজ ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবার।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২২ মে ২০২৬, ৭ জৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার

ডিএ-জট খুলতে নবান্নে বৈঠক

■ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনে ইতি টানতে আসরে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৩০ মে নবান্নের সভাঘরে আন্দোলনকারী সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসছেন তিনি। নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা হলেও ডিএ নিয়ে নীরবতা তৈরি করেছিল শঙ্কার মেঘ। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছিলেন, মন্ত্রিসভায় বিষয়টি ওঠেনি। সেই অনিশ্চয়তা কাটাতেই এবার সরাসরি আলোচনার টেবিল। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে বৈঠকের খবর নিশ্চিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, নতুন সরকারকে সময় দিতে চাই। তবে পে কমিশন ফাইলে আটকে থাকলে চলবে না। অন্তর্বর্তী চার শতাংশ ডিএ দিলে সদিচ্ছা বোঝা যেত। তবু এখনই কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ মঞ্চ। প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা, জমানার শুরুতেই কর্মচারী-অসন্তোষ ঠেকাতে এটি শুভেন্দুর কূটনৈতিক চাল। আইনি জট আর রাজপথের চাপ এড়িয়ে বকেয়া মেটানোর ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করাই লক্ষ্য। ধর্মতলা থেকে সুপ্রিম কোর্ট; বছরের পর বছর গড়ানো লড়াইয়ের পর এই মুখোমুখি বৈঠকই আশার আলো। রফা সূত্র মিললে হাসি ফুটবে লক্ষাধিক কর্মী ও পেনশনভোগীর মুখে।

মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধল এসএফআই

■ কৃতী সংবর্ধনার মঞ্চে শিক্ষায় লাগাম টানার বার্তা দিলেও মাঠের ছবি বদলায়নি। কলকাতার ক্যালকাটা গার্লস হাইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণির বার্ষিক খরচ ৭৯ হাজার ২০০ টাকা ছুঁয়েছে। ২০২২-২৩ সালে যা ছিল ৫০ হাজার ১০০, তিন বছরে বেড়েছে প্রায় ৩০ হাজার। এই লাফিয়ে বাড়া ফি-এর বিরুদ্ধেই সরব হল এসএফআই। রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-র অভিযোগ, ফি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তুলে দিয়ে বেসরকারিকরণে মদত দিয়েছিল প্রাক্তন শাসকদল। এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জাতীয় শিক্ষানীতি চালুর পথে হেঁটে সেই ধারাই জোরদার করছেন। তাঁর কটাক্ষ, নতুন নীতিতে স্কুলছুট আরও বাড়বে, উচ্চশিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়বে গরিব ঘরের ছাত্রী। দেবাঞ্জনের দাবি, বিহার-গুজরাতে কেন্দ্রীয় মডেল চালু হওয়ায় কলেজে ভর্তির হার তলানিতে। বিশ্ববিদ্যালয় চলছে অর্ধেক শিক্ষক দিয়ে। বাংলাতেও একই আশঙ্কা করছেন তাঁরা। প্রাক্তন সরকারের মন্ত্রী থাকা শুভেন্দু এখন কর্পোরেটবান্ধব নীতি নিচ্ছেন বলেও তোপ দেগেছে এসএফআই।

আত্মসমর্পণ জাভেদ খানের

■ আলিপুর কোর্টে আত্মসমর্পণ করলেন তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ খান। তিলজলায় অশান্তির মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক। কসবার তৃণমূল বিধায়ক-সহ একাধিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই মামলাতেই তৃণমূল বিধায়কের কোর্টে আত্মসমর্পণ। উল্লেখ্য, ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই তিলজলা এলাকায় ঝামেলা হয়। জানা যায়, এই অশান্তির ঘটনায় ১০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিল জাভেদ খানের নামও। বৃহস্পতিবার বিধায়ক জাভেদ খান-সহ ১০ জন আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন। ১ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান। তাঁরা সকলে বর্তমানে জামিনে মুক্ত। তৃণমূলের জমানায় অনেক অভিযোগ উঠলেও পুলিশ সেই সকল তৃণমূল নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই, দিকে দিকে গ্রেফতার হচ্ছে তৃণমূল নেতারা। এর আগে বুধবার আলিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন সাংসদ মালা রায় ও তাঁর ছেলে নির্বাণ রায়। দু'জনের আগাম জামিন মঞ্জুর করে আদালত।

ধুঁকছে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ
মহিলাদের ভাড়ামুকুব, আজ বৈঠক

অশোক সেনগুপ্ত

সরকারি বিভিন্ন বাসের ডিপোয় কয়েকশো অচল বাস। যত বাস রয়েছে, রাস্তায় বের হচ্ছে তার অর্ধেকের কম। যেগুলো সচল, সেগুলোও ডিজেলের অভাবে ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না। তৃণমূল আমল থেকেই গভীর সঙ্কট। এই অবস্থায় রাজ্যের নয়া সরকার ১ জুন থেকে মহিলাদের বিনাভাড়ায় সরকারি বাসে চড়ার সুযোগের কথা ঘোষণা করেছে। পরিস্থিতি খতিয়ে এই ঘোষণা রূপায়ণের জন্য আজ শুক্রবার পরিবহণ দপ্তরের তরফে একটি বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকটি হবে ডাফরিন রোডে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের (ডব্লুবিটিসি) শিবিরে। সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে মহিলাদের জন্য পিঙ্ক কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। আপাতত, মহিলা যাত্রীদের বিনামূল্যের টিকিট দেওয়া হবে। ফলে, সম্ভব হবে বিভিন্ন রুটে দৈনিক মহিলা যাত্রীর হিসেব পাওয়া। শুক্রবারের বৈঠকে কথা হবে এসব নিয়েই। সেই সঙ্গে উঠে আসবে পরিবহণ নিগমের কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে আলোচনা। নিগমের এমডি চিঠি দিয়েছেন ১১ আধিকারিককে।

বাসভাড়ায় মহিলাদের ছাড়ের মতো আশাব্যঞ্জক খবরে খুশি মহিলাদের একটা বড় অংশ। তবে, এই জনমোহিনী নীতির আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে তৃণমূল আমলের ফেলে যাওয়া পরিবহণ নিগমের হাল। নিগম সূত্রের খবর, সব মিলিয়ে অনেকটাই বাড়বে সরকারের আর্থিক ভর্তুকির পরিমাণ। তৃণমূল আমলে আর্থিক সঙ্কট কাটাতে কিছু ডিপো বা তার অংশ হস্তান্তর, পুরনো বাস বসিয়ে নতুন বাস নামানো প্রভৃতি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সঙ্কট কাটেনি। উল্টে বেড়েছে।

বৃহত্তর কলকাতায় সিএসটিসির ডিপো আছে ১১টি। সিটিসি-র (ট্রাম সংস্থা) ডিপো আছে বারাসাত, হাওড়ার ঘাসবাগান, রাজাবাজার, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস, টালিগঞ্জ ও গড়িয়াহাট। টালিগঞ্জের একাংশ ও কালীঘাট ডিপোর জমি বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি লিজে। একাধিক রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সংযুক্তি করে তৈরি হয়েছিল ডব্লুবিটিসি। কিন্তু পরিবহণের পরিষেবা বাড়েনি। বরং কমেছে।

নিগম সূত্রের খবর, সব ডিপো মিলিয়ে নিগমের বিভিন্ন ডিপোয় বাস আছে এক হাজারের কিছু বেশি। কিন্তু চলছে চারশোরও কম। ২০১২-র পর থেকে কেন্দ্রীয় সহায়তায় জেএনএনইউআরএম প্রকল্পে প্রায় ২৫০ এসি এবং প্রায় ৪০০ নন এসি বাস আসে। তার আগের বাসগুলো দূষণ বিধির কোপে পড়ায় আইনি নির্দেশে বসে যায়। সেরকম বেশ কিছু জীর্ণ বাস রয়ে গিয়েছে ডিপোয়।

ক্রমে অচল বাসের বহরে যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু জেএনএনইউআরএম-এ কেনা বাস। কারণ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের টাকা নেই। মাঝে মাঝে জোড়াতালি দিয়ে আপাত-অচল কিছু বাস বার হলেও অচিরেই সেগুলো ফের অচল হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মে বেশি সমস্যা হচ্ছে এসি বাস নিয়ে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিজেলের অভাব। এসবের জেরে বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিতে হচ্ছে কয়েকশো কর্মীকে। তৃণমূল সরকার রাজ্যে দায়িত্বে আসার সময় মোট স্থায়ী কর্মী ছিল প্রায় ৫ হাজার। তা কমে হয়েছে ৯০০-র মতো। তৃণমূল সরকার আসার পর পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী এবং চুক্তিপ্রাপ্ত সংস্থার (ফ্র্যাঞ্চাইজি) প্রায় ১৬০০ কর্মীকে নিয়োগ করা হয় মাসিক ১৩ হাজার ৫০০ টাকার বিনিময়ে। এর পর চালকদের ভাড়া বাড়লেও কন্ডাক্টরদের বেতন বাড়েনি। একই অবস্থা প্রায় ৭ হাজার নানা ধরনের অস্থায়ী রক্ষীর। তাঁদেরও বেতন বাড়েনি। ফলে, তাঁদের কাজের আগ্রহ ঠেকেছে তলানিতে। বাস কম চলায় নিগমের টিকিট-বাবদ আয়ও কমেছে। ২০১২-তে মদন মিত্র পরিবহণমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁদের সিংহভাগের বেতন বন্ধ হয়ে যায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে কর্মীনেতাদের মন্ত্রী বলেন, টাকা কি লন্ডন থেকে আসবে? পরিবহণকর্মীদের আবেদনে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাতে বেতনের নিয়মিতকরণ হয়।

ডব্লুবিটিসি-র এক আধিকারিক বলেন, অর্থাভাবে অচল বাস মেরামতি করা যাচ্ছে না। মহিলাদের ভাড়া মুকুবে আয় আরও কমবে। সুদূরপ্রসারী কোনও পদক্ষেপ না করা গেলে রাস্তায় বাস আরও কমবে। মুখ্যমন্ত্রী একসময় রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন। বিষয়গুলো তাঁর জানা। সরকার কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই দেখার।

কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রাজ্যের
নতুন পুর সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করল রাজ্য সরকার। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জারি হওয়া সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে দুই ডব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) আধিকারিকের বদলি এবং নতুন দায়িত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভার বর্তমান সচিব স্বপন কুমার কুণ্ডুকে স্টেট গেজেটার্স দপ্তরে ওএসডি পদে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় কলকাতা পুরসভার নতুন সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিশোর কুমার বিশ্বাসকে।

নবান্নের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দপ্তরের ডব্লুবিসিএস শাখা থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এই বদলি এবং নতুন পোস্টিং কার্যকর করা হচ্ছে।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, স্বপন কুমার কুণ্ডু এতদিন কলকাতা পুরসভার সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। এবার তাঁকে স্টেট গেজেটার্স দপ্তরে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত

আধিকারিক বা ওএসডি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি পদে থাকা কিশোর কুমার বিশ্বাসকে কলকাতা পুরসভার সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, কলকাতা পুরসভা বর্তমানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নগরোন্নয়ন প্রকল্প, রাস্তা সংস্কার, জল সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক পরিষেবার কাজে ব্যস্ত। সেই পরিস্থিতিতে পুর প্রশাসনের শীর্ষ পদে এই পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নতুন সচিবের উপর পুরসভার প্রশাসনিক সমন্বয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিষেবা ব্যবস্থার গতি বজায় রাখার বড় দায়িত্ব থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং দপ্তরগুলিকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা পুরসভার একাধিক প্রকল্প এবং পরিষেবা নিয়ে বাড়তি নজরদারির প্রেক্ষাপটে এই রদবদল গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

গ্রেপ্তারির আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ দেবরাজ-অদিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় সঠিক আয় দেখানো হয়নি। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তুলে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সি এবং স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চে দায়ের হয়েছে মামলা। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী আকাশদীপ মুখোপাধ্যায় জানান, গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় জামিনের আবেদন করেছেন অদিতি মুন্সি ও দেবরাজ চক্রবর্তী। সঙ্গে আইনজীবী এও জানান, আয় বহির্ভূত সম্পর্কিত মামলায় বাগুইআটি থানার এফআইআর নম্বর ২০৭/২০২৬-এ তাঁর বিরুদ্ধে এই গ্রেপ্তারির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এদিকে বুধবার দেবরাজ চক্রবর্তীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুরনো একটি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ২০২১ সালে প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বিজেপি কর্মী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী পরবর্তী ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ভোট পরবর্তী অশান্তি হয় বলে অভিযোগ হয়েছিল। সেই মামলাতেই তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার অদিতির আইনজীবী, এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অদিতি মুন্সিকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আদালত সূত্রে খবর, সব ঠিক থাকলে আগামী শুক্রবারই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের মুখে এই আইনি জটিলতা রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণকে বেশ কিছুটা উত্তপ্ত করে তুলেছে। এখন শুক্রবার হাইকোর্ট তাঁকে কোনো অন্তর্বর্তী স্বস্তি দেয় কিনা, সেদিকেই নজর সবার।

প্রসঙ্গত, ভোটের ১ দিন আগে অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। মনোনয়নে সঠিক তথ্য না দেওয়ায় অভিযোগ ওঠে। তরুণজ্যোতি তিওয়ারির অভিযোগ, অদিতি মুন্সির তাঁর মনোনয়নপত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্য দেননি। তাঁর দাবি, অদিতি ও তাঁর স্বামী দেবরাজ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচুর জমি কিনেছিলেন। সেই জমির বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করা হয়নি মনোনয়নপত্রের কোথাও। চলতি বছরের ২৫ মার্চ তিনি একটা জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই জমির বিক্রয়মূল্যও মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করা হয়নি।

রেল হকার উচ্ছেদ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা বেলঘড়িয়া স্টেশন চত্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হাওড়া, শিয়ালদহের মতোই শহরতলির বিভিন্ন স্টেশন থেকে হকার উচ্ছেদ করতে তৎপর রেল কর্তৃপক্ষ। পূর্ব রেলের তরফে নোটিস দিয়ে দখলদারদের জায়গা খালি করতে বলা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পূর্ব রেলের তরফে আগাম নোটিস দিয়ে ২০ মে-র মধ্যে বেলঘড়িয়া স্টেশন চত্বরের অবৈধ জবরদখল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিস মোতাবেক বৃহস্পতিবার

বেলায় বেলঘড়িয়া স্টেশনে দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান চালায় রেল প্রশাসন। সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হকার ভাইরা একজোট হয়ে উচ্ছেদে বাধা দেয়। রেল পুলিশের সঙ্গে হকারদের বচসার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় স্টেশন চত্বরে। বেলঘড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। যদিও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা দোকানপাট এদিন হকারেরা নিজেরাই সরিয়ে দেন। হকার উচ্ছেদ নিয়ে সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতেই গরিব মানুষদের পেটে লাথি মারার কাজ শুরু হয়েছে। তবে বন্ধ দোকানপাট তাঁরা নিজেরাই সরিয়ে দেবেন। কিন্তু রেলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেউ বাধা দেবে না। তাঁর হুঁশিয়ারি, পুনর্বাসন না দিয়ে বলপূর্বক হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। অপরদিকে রেল হকার রাজা রায় চৌধুরীর অভিযোগ, রেল হকার তুলে দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ স্টেশনে বড় বড় কোম্পানির স্টল বসাতে চাইছে। তাই জোর করে হকার উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশের কায়দায় বুলডোজার চালিয়ে এখানে গরিব মানুষজনের পেটে লাথি মারার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বন্ধ থাকা দোকানপাট তাঁরা নিজেরাই সরিয়ে নেবেন।

সরকারি কর্মীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা দিল্লির রিমোট কন্ট্রোলে চলছে রাজ্য, তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি আমলাদের মুখে কুলুপ আঁটতে নবান্নের নতুন নির্দেশিকা ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক। ১৯ মে মুখ্যসচিবের দপ্তর থেকে জারি হওয়া ১৩৯-সিএস সার্কুলারে আইএএস থেকে সর্বস্তরের কর্মীদের সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য, লেখালিখি বা তথ্য দেওয়ায় 'সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা' জারি হয়েছে। ২০ মে সেই ফরমান সব দপ্তরে পাঠানো মাত্রই সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখলেন, শাসন সুরক্ষিত করতে নয়, কর্মীদের জোর করে চুপ

করাতেই এই চক্রান্ত। তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যে এখন 'দিল্লির রিমোট কন্ট্রোল' শাসন চলছে। নীরব থাকাই নাকি এখন প্রশাসনিক যোগ্যতা। কেন্দ্র বা রাজ্যের নীতির সমালোচনা নিষিদ্ধ, এমনকী অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের অজুহাতে বাকস্বাধীনতায় লাগাম টানা হয়েছে। অভিষেকের দাবি, কর্মীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে দিল্লির প্রতি অন্ধ আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা চলছে। তাঁর ভাষায়, এখন নিয়ম, 'যা ভাবতে বলা হবে, তাই ভাবো, যখন বলার অনুমতি মিলবে, তখনই বলো।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটে পালাবদলের পর প্রশাসনের রাশ টানতে কড়া হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু আমলাদের উপর এই নজরদারিকে 'অঘোষিত সেন্সরশিপ' বলে হাতিয়ার করছে বিরোধীরা। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, ভিন্নমত পিষে মারা শক্তির নয়, দুর্বলতার লক্ষণ।

বিজেপির পতাকা খোলার বা তৃণমূলের পতাকা তোলার লোকই রাস্তায় নেই: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার শুনানি ঘিরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে তিনি পালটা কটাক্ষেই উত্তর দিলেন। শমীকের সাফ কথা, অভিষেককে নিয়ে কথা বলতে আমি বিশেষ আগ্রহী নই। তবে আমরা ৪ মে বলেছিলাম, গ্রিন করিডর করে দিচ্ছি বিমানবন্দর পর্যন্ত, উনি গিয়ে একবার অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করুন। তাঁর দাবি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অমিত শাহকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। উনি ব্যস্ত মানুষ, সময় নেই। তাই আমরাই গ্রিন করিডর করে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ফলতার উপনির্বাচন নিয়েও তৃণমূলকে বিঁধলেন শমীক। তাঁর মতে, উনি একটু বেরিয়ে আন্দোলন করুন, ঠিকঠাক লাগবে। ফলতা উপনির্বাচনে কোনও লড়াই নেই। বিজেপির পতাকা খোলার বা তৃণমূলের পতাকা তোলার লোকই রাস্তায় নেই। এটাই আজকের

তৃণমূলের বাস্তবতা।

বন্দেমাতরম রাজ্যে বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নে শমীক ইতিহাস টেনে বলেন, এটা কংগ্রেস করেছিল। এই বিভাজনের রাজনীতির ব্যবস্থার মাধ্যমেই ভারতের সর্বনাশ হয়েছে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যদি বন্দেমাতরমকে খণ্ডিত না করত, তবে ভারতবর্ষ ভাগ হত না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বন্দেমাতরমের পক্ষে ছিলেন না। তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি অবধি লিখে বলেছিলেন, কবিগুরুকে বলুন গান্ধিজির সঙ্গে কথা বলতে। আপনি একমাত্র কর্ম সমিতিতে বাঙালি রয়েছেন। বন্দেমাতরমের ভাগ্যে কী আছে, আমার জানা নেই। যদি সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস তাড়িয়ে না দিত, তাহলে তিনি কর্মসমিতির সভাতে দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন, আমি দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করি না। আমি একটাই দেশ চাই। তাহলে দেশটা ভাগ হত না। এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কিছু নেই। যখন নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হয়েছিল, হায়দরাবাদ ও অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা, এমনকী যাঁরা কংগ্রেসে থেকে এর প্রতিবাদ করেছিলেন, তারাও বন্দেমাতরমের ধ্বনি দিয়েছেন, কোনও অসুবিধা ছিল না। কংগ্রেস তো তাদের ছাত্র নেতাদের দিয়ে স্লোগান দিয়েছিল, মন্ত্র মোদের সঞ্জীবন, বন্দেমাতরম। তারা এসবের পরোয়া করেনি। তাই নিয়ে তো কোনও বিতর্ক ছিল না।

কালীঘাটে ক্ষোভ প্রশমন, 'মন খুলে কথা হয়েছে' দাবি বিদ্রোহীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটে ভরাডুবির পর ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে জমা ক্ষোভে প্রলেপ দিতে আসরে নামলেন মমতা ও অভিষেক। বুধবার কালীঘাটে তিন 'বিদ্রোহী' বিধায়ক কুণাল ঘোষ, সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিটের রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বৈঠক শেষে ক্ষোভের আগুনে জল পড়ার ইঙ্গিত মিলল। মঙ্গলবার দলীয় সভায় 'বস' সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন তিন নেতা। সন্দীপন আঙুল তুলেছিলেন উত্তর কলকাতার সাংগঠনিক স্থবিরতা নিয়ে। কুণাল প্রশ্ন করেছিলেন ছাত্র-যুব নেতৃত্বে বদল না হওয়া প্রসঙ্গে। আর ঋতব্রত উলুবেড়িয়ার দুর্নীতি ও অন্তর্ঘাতের অভিযোগে বিস্ফোরক ছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক পড়ল কালীঘাটে।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে কুণাল জানালেন, মান-অভিমানের জন্য রাজনীতি করেন না। দলকে

শক্তিশালী করাই লক্ষ্য। অভিষেক প্রত্যেকের কথা সময় নিয়ে শুনেছেন, লিখিতভাবে বিস্তারিত জানাতে বলেছেন। একইসঙ্গে সমাজমাধ্যমে ছড়ানো অভিষেক-সায়নীর সম্পত্তির তালিকাকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিলেন তিনি। আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিলেন। ঋতব্রত অবশ্য সুর নরম করলেন না। উলুবেড়িয়ার কিছু নেতার দুর্নীতির দায় নিতে নারাজ তিনি। জানালেন, ব্যবস্থা না হলে মানুষের স্বার্থে পথে নামবেন। আই-প্যাকের পরামর্শে এক 'বড় নেতা'র নাম না বলার কথাও ফাঁস করলেন। ক্ষমতা হারানোর পর দলের ভিতরের ফাটল ঢাকতে এই বৈঠক কতটা কাজ দেবে, তা সময় বলবে। তবে আপাতত বিদ্রোহীদের মুখে 'ইতিবাচক আলোচনা'র কথা শাসক শিবিরকে কিছুটা স্বস্তি দিল।

মজুরি বৃদ্ধি-সহ বকেয়া বেতনের দাবিতে নৈহাটি পুরসভার সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মজুরি বৃদ্ধি-সহ বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবার নৈহাটি পুরসভার সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখালেন অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। প্রসঙ্গত, ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা পুরপ্রধান-সহ কাউন্সিলররা। পুরসভায় পুরপ্রধান না থাকায় মেলেনি অস্থায়ী কর্মীদের বেতনও। এদিকে বিক্ষোভের জেরে এদিন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় পুরসভা চত্বরে। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নৈহাটি থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সাফাই কর্মী বাবু মাসাদের অভিযোগ, তাদের দু'মাসের বেতন মেলেনি। ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর থেকেই পুরসভার ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, দৈনিক মজুরি মাত্র ২৫০ টাকা। তবুও প্রতি মাসে সঠিক সময়ে তাদের বেতন দেওয়া হয় না। আরেক সাফাই কর্মী মেঘা রানা বলেন, মজুরি বৃদ্ধি এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে তাঁরা কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

তাপপ্রবাহে পুড়ছে দেশের বেশিরভাগ শহর, এবার তো হুঁশ ফিরুক সকলের

অবাধে দেদার বৃক্ষনিধন, বনভূমি ধ্বংস, নদীগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার আর শিল্পের কার্বন নিঃসরণ, সবমিলিয়ে ভয়াবহ পরিবেশগত সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দেশ। আর বিশেষজ্ঞদের বারংবারের ভবিদ্বাণী যে ভুল নয় তা আমাদের সবাইকে আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মঙ্গলবার। তথ্য বলছে, ওইদিন দুপুরে নজির গড়েছে ভারতের আবহাওয়া। একিউআই ডট ইন-এর লাইভ তাপমাত্রা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ প্রথম একশোটি শহরের সব ক'টিই রয়েছে ভারতেই। শুধু এই একটা তথ্যই মাথা খারাপ করে দিয়েছে পরিবেশবিদদের। কিন্তু মজার কথা, যাদের এটা নিয়ে ভাবা দরকার তারা কতটা ভাবছেন, না আদৌ ভাবছেন কিনা বোঝা কঠিন। তবে এই তথ্য অনেককেই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। ওই তালিকায় নয়াদিল্লি, ফরিদাবাদ, চণ্ডীগড়, আগরা, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, কোটা, রায়পুরের মতো শহরগুলি রয়েছে। তাপপ্রবাহের জন্য পরিচিত শহরের তালিকায় এগুলি বরাবরই ছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের যে তথ্য চমকে দিয়েছে তা হল জম্মু এমনকি, উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ের কোলের কয়েকটি শহরের তাপমাত্রার বহর। যেমন, হরিদ্বার। হরিদ্বারে এইরকম চরমভাবাপন্ন তাপমাত্রা কোনওদিনই টের পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন সেই হরিদ্বারও ঠাঁই পাচ্ছে দেশের সের উষ্ণ শহরগুলির তালিকায়। জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার দুপুরে ওই একশোটি শহরের তাপমাত্রা ছিল ৪৮ ডিগ্রি থেকে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। যা অধিকাংশ শহরগুলির ক্ষেত্রেই নজিরবিহীন, দাবি আবহাওয়াবিদদের। এখন, বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে এর শেষটা কোথায়? পরিবেশবিদরা অনেকদিন থেকেই সতর্কবাণী শোনাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রশাসন থেকে আম জনতা যে তাতে কর্ণপাত করেনি, এটাই তার প্রমাণ। এখন এক কঠিনতম দিন দেখার অপেক্ষায় মানুষ। যেদিনটা কিন্তু আর খুব দূরে নয়।

শব্দছক ১৬৭

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. বাদুর-সদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণী ৪. পাখীর অঙ্গাবরণ ৬. পায়রার এক প্রজাতি ৭. বসন পরিহিতা ৯. চাকরবৃত্তি করে দিনগুজরান ১১. গায়ের চামড়ায় তিলের চেয়ে বড় ছোপ ১৪. ভজনা করার গান ১৬. উচ্চতম সীমা রেখার দারিদ্র ১৯. জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা ২০. নৃপতি ২১. প্রত্যুষ ২২. তাজমহল নির্মাতা

ওপর-নিচ: ১. ভেকধারী ২. হজের শহর ৩. বোকা হাঁদা ৪. গোয়ার রাজধানী ৫. শক্ত ৮. নৈকট্য ৯. বর্তুলাকার ১০. পান গাছের আচ্ছাদিত অঞ্চল ১২. রক্ত ১৩. মুসলমানী ভাষায় অভ্যর্থনা ১৪. শিষ্ট ১৫. নবীনপ্রাণ ১৬. গাঁজা ভাঙ ইত্যাদি জাতীয় বস্তু ১৭. লগার মাথায় প্রজ্জ্বলিত দাউ-দাউ অগ্নি ১৮. হাতে টানা জনবাহক গাড়ি ২০. পথ

সমাধান ১৬৬ — পাশাপাশি: ১. প্রতিমা ৩. চরাচর ৫. দয়াল ৬. কাক ৭. নবনীত ৯. লতানে ১০. আজব ১২. প্রচারক ১৪. মাতা ১৫. বখরা ১৭. হঠকারী ১৮. শিকল

ওপর-নিচ: ১. প্রভা ২. মাদকতা ৩. চলন ৪. রজত ৬. কালপেঁচা ৮. নীরবতা ১১. জমারাশি ১২. প্রদাহ ১৩. কবরী ১৬. খল

আজকের দিন

- ১৯৮৭ — হাশিমপুরা হত্যাকাণ্ডে ৪২ জন মুসলিম যুবককে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ ওঠে।
- **১৯৮৯** — ভারতের প্রথম মধ্যম-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি' সফল পরীক্ষা চালায়।
- **২০১০** — এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ফ্লাইট ৮১২ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

জন্মদিন

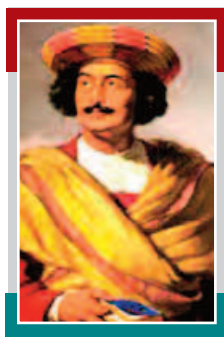

১৭৭২ *বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এরাপল্লী প্রসন্নর জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মেহবুবা মুফতির জন্মদিন।*

রামমোহন রায়

নেতাজির হাতের ঘড়ি বলিয়া হাবিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ঘড়ি নিয়ে রহস্য

বেবি চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কিছু রহস্য রয়েছে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর হয়েছে। সেইসব রহস্যের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত এবং আবেগঘন রহস্য নিঃসন্দেহে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রশ্ন রয়ে গেছে;নেতাজি সত্যিই কি মারা গিয়েছিলেন? নাকি তিনি অন্য কোথাও গোপনে চলে গিয়েছিলেন? এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন রয়েছে বিমান দুর্ঘটনার কাহিনি, তেমনি রয়েছে কিছু বস্তুগত প্রমাণ। আর সেইসব প্রমাণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি বস্তু হলো নেতাজির হাতের ঘড়ি।

এই ঘড়িকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে এক ঐতিহাসিক বিতর্ক, যার অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন নেতাজির সহযোদ্ধা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার কর্নেল হাবিবুর রহমান। তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি দাবি করেছিলেন যে বিমান দুর্ঘটনার সময় নেতাজির সঙ্গে তিনি ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নেতাজিকে দেখেছেন। কিন্তু পরে নেতাজির হাতের ঘড়ি নিয়ে তাঁর বক্তব্য ও বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে যে অসঙ্গতি উঠে আসে, তা গোটা ঘটনাকেই আরও রহস্যময় করে তোলে।

তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা ঘটনার সূচনা

১৯৪৫ সালের আগস্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়। জাপান আত্মসমর্পণের পথে। সেই সময় নেতাজি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। জাপানের সহায়তায় তিনি সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়ায় পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। ১৮ আগস্ট তাইহোকু (বর্তমান তাইপেই, তাইওয়ান) বিমানবন্দরে একটি জাপানি সামরিক বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

সরকারি বর্ণনা অনুযায়ী, সেই বিমানে নেতাজি ছিলেন এবং দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। কিছু ঘণ্টা পর একটি সামরিক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রধান সাক্ষী হিসেবে সামনে আসেন কর্নেল হাবিবুর রহমান।

হাবিবুর রহমান দাবি করেন, দুর্ঘটনার পর নেতাজির শরীরে আগুন লেগে যায় এবং তিনি মারাত্মকভাবে পুড়ে যান। হাসপাতালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি নেতাজির পাশে ছিলেন। এই বয়ান পরবর্তী কয়েক দশক ধরে সরকারি তদন্তের অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যখন নেতাজির ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, বিশেষত তাঁর হাতের ঘড়ি নিয়ে নানা অসঙ্গতি সামনে আসে।

নেতাজির ঘড়ি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

নেতাজি সময়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তাঁর পোশাক-আশাক, চলাফেরা, সামরিক কায়দা;সবকিছুর মধ্যেই ছিল শৃঙ্খলা। তিনি সাধারণত হাতে একটি ঘড়ি পরতেন। বহু ছবিতে তাঁকে গোল ডায়ালের হাতঘড়ি পরা অবস্থায় দেখা যায়।

বিমান দুর্ঘটনার পরে যে ব্যক্তিগত সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়, তার মধ্যে একটি ঘড়িও ছিল। এই ঘড়িটিকেই পরে 'নেতাজির শেষ ঘড়ি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এখানেই শুরু হয় বিতর্ক।

কারণ বিভিন্ন সাক্ষ্য, ছবি এবং জবানবন্দিতে দেখা যায়, নেতাজি সাধারণত গোলাকার ডায়ালের ঘড়ি ব্যবহার করতেন। অথচ যে ঘড়িটি পরে তদন্তে দেখানো হয়, সেটি ছিল চৌকো আকৃতির। এই অসঙ্গতি প্রথম থেকেই বহু গবেষকের নজরে আসে।

হাবিবুর রহমানের ভূমিকা

কর্নেল হাবিবুর রহমান ছিলেন নেতাজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। আজাদ হিন্দ ফৌজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নেতাজির প্রতি তাঁর আনুগত্য নিয়ে কখনও প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু ইতিহাসে অনেক সময় ব্যক্তি নয়, পরিস্থিতিই প্রশ্ন তৈরি করে।

হাবিবুর রহমানই প্রথম বলেন যে দুর্ঘটনার পর নেতাজির কিছু ব্যক্তিগত জিনিস সংগ্রহ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই জিনিসগুলির মধ্যে ঘড়িটিও অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি দাবি করেন, এটি নেতাজিরই ঘড়ি।

কিন্তু পরে যখন নেতাজির পরিবারের সদস্যরা এবং বিভিন্ন গবেষক ঘড়িটি পরীক্ষা করেন, তখন তারা সন্দেহ প্রকাশ করেন। নেতাজির ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু এবং পরবর্তীতে শিশির বসুসহ পরিবারের অনেক সদস্যই মনে করেছিলেন, ঘড়িটি নেতাজির হওয়ার সম্ভাবনা কম। এখান থেকেই ঘড়ি গোলযোগদ শব্দবন্ধের জন্ম।

ঘড়ির আকৃতি নিয়ে বিতর্ক

নেতাজির বহু আলোকচিত্রে তাঁকে গোলাকার ডায়ালের ঘড়ি পরে থাকতে দেখা যায়। এমনকি তাঁর ব্যবহৃত কিছু ঘড়ির উল্লেখও পাওয়া যায় ঐতিহাসিক দলিলে। কিন্তু যে ঘড়িটি পরবর্তীতে হাজির করা হয়, সেটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

গবেষকদের মতে, একজন নিয়মিত ঘড়ি ব্যবহারকারী মানুষ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ধরনের ঘড়ির প্রতিই অভ্যস্ত থাকেন। নেতাজির ক্ষেত্রেও সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে হঠাৎ চৌকো ডায়ালের ঘড়ি এল কোথা থেকে?

অনেকে মনে করেন, বিমান দুর্ঘটনার গল্পকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু বস্তুগত প্রমাণ তৈরি করা হয়েছিল, আর সেই প্রক্রিয়াতেই এই ঘড়ির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। যদিও এর কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু সন্দেহের জায়গা থেকেই যায়।

শাহনওয়াজ কমিটি ও ঘড়ির প্রশ্ন

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার নেতাজির মৃত্যুর তদন্তে শাহনওয়াজ কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সামনে হাবিবুর রহমান সাক্ষ্য দেন। তিনি আবারও বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ দেন এবং নেতাজির মৃত্যুর কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

কিন্তু তদন্ত চলাকালীন ঘড়ি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

নেতাজির ঘড়ি নিয়ে বিতর্ক হয়তো কোনওদিন পুরোপুরি শেষ হবে না। কারণ এটি কেবল একটি বস্তু নিয়ে বিতর্ক নয়; এটি সত্য, স্মৃতি ও জাতীয় আবেগের সংঘর্ষ। হাবিবুর রহমান হয়তো তাঁর জানা সত্যই বলেছিলেন। আবার এটাও সম্ভব, তিনি সম্পূর্ণ সত্য জানতেন না। ইতিহাসের অনেক ঘটনাই এমন ধোঁয়াশার মধ্যে থেকে যায়। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত; নেতাজির ঘড়ি আজও ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন যেমন বীরত্বে ভরা, তেমনি তাঁর অন্তর্ধান ঘিরে রয়েছে অসংখ্য প্রশ্ন। সেই প্রশ্নগুলির মধ্যে হাতের ঘড়ি একটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। কর্নেল হাবিবুর রহমানের সাক্ষ্য, উদ্ধার হওয়া ঘড়ির অমিল, তদন্ত কমিশনের পর্যবেক্ষণ;সব মিলিয়ে ঘড়ি গোলযোগদ আজ ভারতীয় ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বিতর্কে পরিণত হয়েছে। হয়তো কোনওদিন নতুন তথ্য সামনে আসবে। হয়তো রহস্যের সমাধান হবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত নেতাজির ঘড়ি যেন আমাদের মনে করিয়ে দেবে; ইতিহাস কখনও কখনও কেবল অতীত নয়, তা এক অনন্ত অনুসন্ধান।

নেতাজির ব্যবহৃত ঘড়ির ধরন ও উদ্ধার হওয়া ঘড়ির অমিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যদিও কমিটি শেষ পর্যন্ত সরকারি বয়ানকেই সমর্থন করে, তবু এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে খোসলা কমিশন এবং মুখার্জি কমিশনেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়।

মুখার্জি কমিশন নতুন প্রশ্ন

২০০০ সালে গঠিত মুখার্জি কমিশন নেতাজি রহস্য নিয়ে নতুনভাবে তদন্ত শুরু করে। এই কমিশন বিশেষভাবে বস্তুগত প্রমাণগুলিকে গুরুত্ব দেয়। ঘড়ি সম্পর্কেও তারা অনুসন্ধান চালায়।

কমিশনের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে যে ঘড়ির সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। নেতাজির পরিবারের অনেক সদস্যও ঘড়িটিকে তাঁর বলে মানতে চাননি।

কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল;যদি ঘড়িটি সত্যিই নেতাজির হয়, তাহলে তার উৎস, উদ্ধার প্রক্রিয়া এবং সংরক্ষণের ইতিহাস আরও পরিষ্কারভাবে নথিবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়নি। এতে বিতর্ক আরও বাড়ে।

হাবিবুর রহমান কি সত্য গোপন করেছিলেন?

এই প্রশ্ন ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নগুলির একটি। কারণ হাবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সততা নিয়ে সরাসরি অভিযোগ করা সহজ নয়। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক ছিলেন। নেতাজির প্রতি তাঁর আনুগত্য সন্দেহাতীত।

তাহলে কেন তাঁর বয়ানে এত অসঙ্গতি?

একটি মত হলো, তিনি হয়তো জাপানি সামরিক কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যই বিশ্বাস করেছিলেন। দুর্ঘটনার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তিনি নিজেও আহত ছিলেন। ফলে তিনি যা দেখেছিলেন বা বুঝেছিলেন, সেটাই বলেছেন। অন্য মত আরও জটিল। কিছু গবেষক মনে করেন, নেতাজিকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিমান দুর্ঘটনার গল্প তৈরি করা হয়েছিল। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই হাবিবুর রহমানকে একটি নির্দিষ্ট বয়ান দিতে বলা হয়েছিল।

এই তত্ত্বের পক্ষে নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, কিন্তু বহু অসঙ্গতি এই সন্দেহকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

নেতাজির ঘড়ি কেবল একটি যান্ত্রিক বস্তু নয়। এটি এক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই ঘড়ি যেন সময়কে প্রশ্ন করে;সত্যিই কি ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এ সব শেষ হয়ে গিয়েছিল?

একটি ঘড়ি সাধারণত সময় নির্দেশ করে। কিন্তু নেতাজির ঘড়ি যেন সময়কেই থামিয়ে দিয়েছে। সেই থেমে যাওয়া সময়ের মধ্যেই আটকে রয়েছে ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম বড় রহস্য। ঘড়িটির সত্যতা নিয়ে বিতর্ক যত বেড়েছে, ততই নেতাজি রহস্য নতুন প্রজন্মের আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

নেতাজির অন্তর্ধান কেবল ঐতিহাসিক রহস্য নয়, এটি রাজনৈতিক আবেগেরও বিষয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নেতাজি ইস্যুকে ব্যবহার করেছে। ফলে ঘড়ি বিতর্কও রাজনৈতিক রং পেয়েছে।

কেউ মনে করেন সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করেছে। কেউ মনে করেন অতিরঞ্জিত রহস্য তৈরি করা হয়েছে। আবার অনেকে বিশ্বাস করেন, নেতাজির মৃত্যু নিয়ে প্রকৃত তথ্য আন্তর্জাতিক কূটনীতির কারণে চাপা পড়ে যায়। এই সমস্ত বিতর্কের মধ্যে ঘড়ি একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বারবার সামনে এসেছে।

ঐতিহাসিক দলিল বনাম জনবিশ্বাস

ইতিহাস কেবল নথির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না; জনমানসও ইতিহাস গঠন করে। নেতাজির ক্ষেত্রে এই সত্য আরও বেশি প্রযোজ্য।

সরকারি দলিল হয়তো বলে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বহু মানুষ তা মানতে পারেননি। কারণ নেতাজি ছিলেন কেবল একজন নেতা নন, তিনি ছিলেন এক আবেগ, এক বিপ্লবের প্রতীক।তাই তাঁর ঘড়ির মতো ছোট একটি বস্তু নিয়েও মানুষের আগ্রহ এত প্রবল।

জাপান, রেনকোজি মন্দির ও ঘড়ির প্রসঙ্গ

জাপানের রেনকোজি মন্দিরে যে অস্থিভস্ম রাখা আছে, সেটিকেও নেতাজির বলে দাবি করা হয়। কিন্তু তার সত্যতা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ঘড়ির মতোই এখানেও প্রমাণের ঘাটতি রয়েছে।

অনেক গবেষক মনে করেন, ঘড়ি ও অস্থিভস্ম;দুটিই একই প্রশ্নের দিকে ইঙ্গিত করে সরকারি গল্পের মধ্যে কি কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে?

ইতিহাসের এক অসমাপ্ত অধ্যায়

নেতাজির ঘড়ি নিয়ে বিতর্ক হয়তো কোনওদিন পুরোপুরি শেষ হবে না। কারণ এটি কেবল একটি বস্তু নিয়ে বিতর্ক নয়; এটি সত্য, স্মৃতি ও জাতীয় আবেগের সংঘর্ষ।

হাবিবুর রহমান হয়তো তাঁর জানা সত্যই বলেছিলেন। আবার এটাও সম্ভব, তিনি সম্পূর্ণ সত্য জানতেন না। ইতিহাসের অনেক ঘটনাই এমন ধোঁয়াশার মধ্যে থেকে যায়।

কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত;নেতাজির ঘড়ি আজও ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন যেমন বীরত্বে ভরা, তেমনি তাঁর অন্তর্ধান ঘিরে রয়েছে অসংখ্য প্রশ্ন। সেই প্রশ্নগুলির মধ্যে হাতের ঘড়ি একটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান।

কর্নেল হাবিবুর রহমানের সাক্ষ্য, উদ্ধার হওয়া ঘড়ির অমিল, তদন্ত কমিশনের পর্যবেক্ষণ;সব মিলিয়ে ঘড়ি গোলযোগদ আজ ভারতীয় ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বিতর্কে পরিণত হয়েছে।

হয়তো কোনওদিন নতুন তথ্য সামনে আসবে। হয়তো রহস্যের সমাধান হবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত নেতাজির ঘড়ি যেন আমাদের মনে করিয়ে দেবে;ইতিহাস কখনও কখনও কেবল অতীত নয়, তা এক অনন্ত অনুসন্ধান।

চর্চাবাসর ১৫৫

বাংলা 'আমোদ' শব্দটি সংস্কৃত মূল 'অম' (আন্) -এর সাথে উপসর্গ 'আ' (আ) এবং প্রত্যয় 'ঘন' (ঘঞ)-এরসংযোগে গঠিত হয়েছে , যা সম্মিলিতভাবে সংস্কৃত 'আমোদ' (आमोद) শব্দটি তৈরি করে । সংস্কৃত ও বাংলা ব্যুৎপত্তি অনুসারে, মূল অর্থটি আনন্দ, সুখ এবং সুবাস বা মুগ্ধতাকে অন্তর্ভুক্ত করে ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আবাসের বাড়ি দেওয়ার নামে কাটমানি

ভুতনিতে তৃণমূল প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি প্রকল্পের পাকা ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য শতাধিক উপভোক্তার কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগকে ঘিরেই চাঞ্চল্য ছড়ালো ভুতনি থানার উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক উপভোক্তারা। যদিও গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভ উত্তেজনার বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আগেভাগেই বাড়িতে তালা মেরে পালিয়ে যান তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী বিফল মণ্ডল। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় তদন্তে পৌঁছায় ভুতনি থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অভয়টোলা গ্রামের উপভোক্তা দিলদার শেখ, ববিতা মণ্ডলদের অভিযোগ, 'উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের মহিলা প্রধান অর্চনা মণ্ডল এবং তাঁর স্বামী বিফল মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরেই অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে সরকারি আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে দুই হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন। এই টাকা দিলে ওই প্রকল্পের তালিকায় নাম উঠবে বলেও জানানো হয়। আর দশ হাজার টাকা দিলে সরকারি এই প্রকল্পের সমস্ত টাকা দ্রুততার সাথে পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু গত দুই মাস কেটে গেলেও অধিকাংশ উপভোক্তার নাম আবাস যোজনা প্রকল্পে ওঠে নি। তাদেরকে ঘিরেই রীতিমতো প্রতারণা করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে এদিন প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।' যদিও একাংশ গ্রামবাসীদের বক্তব্য, 'এতদিন প্রধানের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস হচ্ছিল না। কারণ, তৎকালীন শাসকদলের ওই প্রধান ও তার স্বামী পুলিশের ভয় দেখিয়ে অনেক উপভোক্তাকে হুমকি দিচ্ছিল। অনেকে আবার আশায় ছিলেন তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে হয়তো এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবেন তাঁরা। কিন্তু রাজ্যে সরকার বদল হতেই এখন এই গ্রামের উপভোক্তা দুশ্চিন্তার মধ্যেই থেকে এইভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ভুতনি থানা এলাকাটি মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মন্ডল বলেন, 'তৃণমূল তো এতদিন কাটমানি, দুর্নীতি করে এসেছে। যার ফলস্বরূপ এখন এভাবেই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসন দেখছে।' তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, 'যদি কেউ এরকম অন্যায় করে থাকে তার জন্য পুলিশ এবং প্রশাসন আছে।'

পাণ্ডবেশ্বরে তৃণ-ফাটল চওড়া হচ্ছে ক্রমশ!

তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথের নামে এবার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুললো দলেরই এক প্রাক্তন কর্মী। এই মর্মে বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান জোয়াল ভাঙা গ্রামের এক ব্যক্তি খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খনি অঞ্চলে। একে তো দলেরই অন্তরে একের পর এক সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন দলেরই ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। এরপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো দলেরই এক সাধারণ কর্মী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন। নরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগে খগেন বাবু দাবি করেন, 'সোনপুর বাজারি এলাকায় জমির বিনিময়ে কয়লা খনি সংস্থা ইসিএলে ১৫ জন ব্যক্তির চাকরি হওয়ার কথা ছিল। দ্রুত যাতে জমিদাতারা নিয়োগপত্র পান সেই ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য নরেনবাবু ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। চাকরির আশায় বহু কষ্ট করে এলাকার ১৫ জন বেকার যুবকের থেকে ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আমি নরেন্দ্রনাথ বাবুকে দিয়েছিলাম। কিন্তু এতগুলো টাকা নিয়েও নরেন বাবু কোনও কাজ করেননি।' খগেন বাবু আরও বলেন, 'বেশ কয়েকবার আমি প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে টাকা ফেরতের দাবি করি কিন্তু নরেনবাবু কোনও সাড়া দেননি। অবশেষে রাজ্যে পরিবর্তনের পর বুকে বল সংগ্রহ করে টাকা ফেরত পেতে বাধ্য হয়েই থানায় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলে অভিযোগ দায়ের করেছি।' যদিও এই বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়কের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে দেখার বিষয় এখন এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কি পদক্ষেপ নেয়।

সমকাজে সমবেতনের দাবিতে উত্তাল জামুড়িয়া শিল্পতালুক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সমকাজে সমবেতনের দাবি সহ মাসিক চারটে ছুটি এবং আট ঘণ্টা কাজের দাবি জানিয়ে এবার উত্তাল হয়ে উঠল জামুড়িয়া শিল্পাঞ্চলের গগন থ্রি এসটিপিএল কারখানা চত্বর। উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকারের পালাবদলের পর জামুড়িয়ার একাধিক কারখানায় দিন প্রতিদিন চলছে ঠিকা শ্রমিকদের বিক্ষোভ। বিক্ষোভের মূল দাবি গুলির মধ্যে উঠে আসছে সরকারি নির্ধারিত মজুরি প্রদান, ৮ ঘণ্টা ডিউটি, মাসিক চারটে ছুটি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিক নিরাপত্তা। মূলত শ্রমিকদের অভিযোগ, 'আমাদের এই সমস্ত প্রাথমিক দাবিগুলি নিয়ে এর আগেও বহুবার বিক্ষোভমুখী হয়েছি, কারখানার প্রধান ফটক অবরোধ করেছি, তারপরও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র আশ্বাসই মিলেছে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।'

অন্যদিকে রাজনৈতিক মহল থেকে যে মন্তব্য উঠে আসছে তাতে জানা যাচ্ছে, তৎকালীন তৃণমূল আমলে প্রতিটি কলকারখানায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন থাকার পরও সেই সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্তরা কলকারখানা থেকে কাটমানি ও তোলাবাজিতে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে শ্রমিকদের প্রাথমিক দাবি দাওয়া নিয়ে কখনওই সোচ্চার হয়নি। তার প্রভাব যেমন ভোট ব্যাংকে পড়েছে, ঠিক এরই পাশাপাশি সরকারের পালা বদল হতেই নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে শ্রমিকদের এমন বিক্ষোভও চলছে দিকে দিকে। তেমনই এদিন কারখানার প্রধান ঘটক অবরোধ করে কয়েকশো ঠিকা শ্রমিক সকাল থেকেই বিক্ষোভমুখী হয়।

গুড়াপে গ্রেপ্তার ৩ তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুড়াপ: হুগলির গুড়াপ থেকে তিন স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসা, ব্যাপক সন্ত্রাস ও ঘরবাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে রাতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গুড়াপ থানার একটি দল অভিযান চালিয়ে নেদামপুর গ্রাম থেকে সম্রাট মালিক, রাজু ধারা এবং রবিন বাগ নামে ওই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর গুড়াপের নেদামপুর এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর, মারধর, লুটপাট এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এই তিন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর তৎকালীন শাসকদলের আশ্রয়ে পরিবেশে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি। পরবর্তীকালে, রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি দল এলাকা পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই তদন্তে নামে পুলিশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে আক্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অবশেষে রাতে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি নতুন করে লিখিত ও অভিযোগ দায়ের করার পরেই পুলিশ এই তিন তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

জেলের মধ্যেই শোন অ্যারেস্ট শেখ শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: জেলের মধ্যেই শোন অ্যারেস্ট শেখ শাহজাহান। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকে বেআইনি জমি দখল, লুটপাটের অভিযোগে নেজাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জেলে বিচারাধীন থাকার মধ্যেই শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হল।

শেখ শাহজাহানের আইনজীবী রাজা ভৌমিক বলেন, সন্দেশখালি এক নম্বর ব্লকে ২০২৪ সালে একটা ৮৯/২৪ নম্বর কেস আর ৫৯/২৪ নম্বর দুটি মামলায় তাকে শোন অ্যারেস্ট করেছেন নেজাট থানার পুলিশ। তারপরে তাকে বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমা তোলা হয়েছে। আদালতে সিডি দাখিল করলে ৪ জুন বিচারক পরবর্তী পদক্ষেপ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

কেতুগ্রামে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। সেখানেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার গভীর রাতে রাইখা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল এমডি. জাহাঙ্গির, হাবু মাঝি এবং আজিজুল ইসলাম ওরফে পরাগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল এবং ৬ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার হয়েছে। এরপরই পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনি মামলা রুজু করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার কাটোয়া মহকুমা আদালতে তোলা হয়। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এসেছিল এবং এই তিন জনের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল দলিল নং ১৯০৪০১৩৮৭-২০১৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -৪-কলকাতা, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ১ এবং এ২, ২য়তল, উত্তর পূর্ব দিকে ভবনে অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৪৯ গ্রিন পার্ক, মৌজা- সাহারা, আরএস দাগ নং ৬২৫, এলআর দাগ নং ১২১৬, আরএস খতিয়ান নং ৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ৪২০, থানা : এয়ারপোর্ট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী উত্তম সাহা কর্তৃক ক্রয়কৃত এবং বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি এর নিকট স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে আমার মক্কেল (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি) এর হেফাজত থেকে স্বাভাবিক কাজের সময়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি পেটবসিরাবাদ থানা, সাইবার কমিশনারেট, তেলাঙ্গানা, উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১৫২০১৪০২২৬১১৪৭৫৫২২৭৩ তারিখ ১৪.০২.২০২৬ দাখিল করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তির নিকট উক্ত দলিলের খোঁজ বা হেফাজত থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ১০ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
রিজেন্ট হাউস, ৪র্থতল
১২,গভ প্লেস ইস্ট, চেম্বার -২ এবং ৩
কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন : নং : ০৩৩ ৪৮২২ ২৯২৯
ই মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com
তারিখ : ২১.০৫.২০২৬

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN : L18100WB1991PLC099782
নিবন্ধিত ও কর্পোরেট কার্যালয়: ৪৬, ড. সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ০১৪৮ / ৬৭০৮
ই-মেল: info.saharahousingfina@gmail.com / info.saharahousingfina@sahara.in
ওয়েবসাইট: www.saharahousingfina.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ এবং ৪৭ অনুসারী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আগামী শুক্রবার, ২৯ মে, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও আর্থিক বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে। এই তথ্য কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.saharahousingfina.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com -এও উপলব্ধ রয়েছে।

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(ডি. জে. বাগচী)
স্থান: কলকাতা **সিইও, কোম্পানি সেক্রেটারি**
তারিখ: ২১.০৫.২০২৬ **এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/553/2024

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
রাজু ভাই এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) রাজু ভাই,
পিতা এস এম এইচ ভাই, সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী মেসার্স এস আর বি ইনফোটেক, অফিস : বি/৫০/এইচ/৪,জাকারিয়া স্ট্রিট, থানা : বউবাজার, কলকাতা- ৭০০০৭৩।
(সিডি ২) জগৎ জ্যোতি ভান্ডারি,
পিতা শ্রী সুরেন্দ্র নাথ ভান্ডারি, ভান্ডারি এবং মন্ডল পাড়া, এগার গ্রাম,মৌজা- নলবাগ, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৩৩৯৮।
(সিডি ৩) চন্দন ভান্ডারি,
পিতা শ্রী সুরেন্দ্র নাথ ভান্ডারি, ভান্ডারি এবং মন্ডল পাড়া, এগার গ্রাম,মৌজা- নলবাগ, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৩৩৯৮।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, প্রিজাইডিং অফিসার, **ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি-৩) টিএ/১৮২০/২০১৫ মামলায় পরিমাণ ৫০৬৩৫২০.৪৩ টাকা (পঞ্চাশ লাখ তেষট্টি হাজার পাঁচশো কুড়ি টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা)** তৎসহ জরিমানা সুদ এবং পরবর্তী সুদ ১২ শতাংশ সরল বার্ষিক সুদ ২৫.০৮.২০০৮ তারিখ থেকে কার্যকর সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং শুল্ক ৫৩০০০ (তিপ্পান্ন হাজার টাকা) আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সম্মিলিতভাবে/সম্পূর্ণভাবে/লিমিটেড)।

২. আপনাদের এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত পরিমাণ এই নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইনের এবং রুল অধীনে আদায় করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পরবর্তী শুনানির তারিখের পূর্বে আপনাদের সম্পদের বিবরণ হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করেতে।

৪. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য **০৭.০৭.২০২৬** তারিখ সকাল **১১.৩০ সময়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সমীপে হাজির হতে।

৫. উক্ত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও আদায় দিতে দায়বদ্ধ :
ক) সার্টিফিকেট/কার্যকর প্রক্রিয়া নোটিশ প্রেরণের অব্যবহিতভাবে সময়ের জন্য সুদ প্রদেয়।
খ) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে নোটিশ প্রেরণ এবং সতর্কতা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য ব্যয় সমুদয় শুল্ক এবং চার্জ।

স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৩.০২.২০২৬।

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-৩

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/761/2019

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
সুব্রত গণ চৌধুরী এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) সুব্রত গণ চৌধুরী,
২য় লেন, দেবীগড়, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৯।
(সিডি ২) শ্রীমতি দেবশ্রী গণ চৌধুরী,
২য় লেন, দেবীগড়, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৯।
(সিডি ৩) রতন রায়, ২য় লেন,
দেবীগড়, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৯।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, প্রিজাইডিং অফিসার, **ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি-৩) টিএ/৯৩৯/২০১৪ মামলায় পরিমাণ ১৩০৬১২৭.১০ টাকা (তেরো লাখ ছয় হাজার একশো সাতাশ টাকা দশ পয়সা)** তৎসহ জরিমানা সুদ এবং পরবর্তী সুদ ৮.৫০ শতাংশ সরল বার্ষিক সুদ ২৩.০৯.২০০৮ তারিখ থেকে কার্যকর সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং শুল্ক ১৬০০০ (ষোলো হাজার টাকা) আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সম্মিলিতভাবে/সম্পূর্ণভাবে/লিমিটেড)।

২. আপনাদের এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত পরিমাণ এই নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইনের এবং রুল অধীনে আদায় করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পরবর্তী শুনানির তারিখের পূর্বে আপনাদের সম্পদের বিবরণ হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করেতে।

৪. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য **২৩.০৬.২০২৬** তারিখ সকাল **১১.৩০ সময়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সমীপে হাজির হতে।

৫. উক্ত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও আদায় দিতে দায়বদ্ধ :
ক) সার্টিফিকেট/কার্যকর প্রক্রিয়া নোটিশ প্রেরণের অব্যবহিতভাবে সময়ের জন্য সুদ প্রদেয়।
খ) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে নোটিশ প্রেরণ এবং সতর্কতা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য ব্যয় সমুদয় শুল্ক এবং চার্জ।

স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ০৯.০২.২০২৬।

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-৩

সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি ঃ শেয়ারের দাবি ও আপত্তির আহ্বান

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী স্বপন শেঠ, নিবাস-১১৫, একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০০৯, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত শেয়ারগুলির বিষয়ে শেয়ার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি ইস্যু/শেয়ার হস্তান্তরের জন্য বাজাজ অটো লি., বাজাজ হোল্ডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., বাজাজ ফিনসার্ভ লি., গুডইয়ার ইন্ডিয়া লি.-এর নিকট আবেদন করিয়াছেন ঃ

কোম্পানি	ফোলিও নং/ ডিম্যাট আইডি	সার্টিফিকেট নং.	স্বতন্ত্র নং.	শেয়ার সংখ্যা
বাজাজ অটো লি.	IN300484-10427354	আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত	আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত	৬০০০
বাজাজ হোল্ডিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি.	IN300484-10427354	আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত	আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত	৩০০০
বাজাজ ফিনসার্ভ লি.	IN300484-10427354	আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত	আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত	৩০০০

উল্লিখিত শেয়ারগুলির মূল সার্টিফিকেটগুলি হারাইয়া গিয়াছে/ স্থানচ্যুত হইয়াছে / আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে, এই শেয়ারগুলি প্রয়াত মোহন কান্তি শেঠ-এর নামে নিবন্ধিত ছিল।

কোনো ব্যক্তির যদি উল্লিখিত শেয়ারগুলির হস্তান্তর/ট্রান্সমিশন বিষয়ে কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে বাজাজ অটো লি. কমপ্লেক্স মুম্বই-পুণে রোড আকুরডি, পুণে, মহারাষ্ট্র, ৪১১০৩৫ অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ) কেফিন টেকনোলজিস লি., সিলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার-বি, প্লট নং. ৩১ ও ৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাকরামগুডা, সেরিলিঙ্গমপল্লী, হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা, ৫০০৩২ ঠিকানায় যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কোনো আপত্তি না পাওয়া যায়, তবে কোম্পানি আবেদনকারীর অনুকূলে শেয়ার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি ইস্যু / শেয়ার হস্তান্তর করিবার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং পরবর্তীতে উত্থাপিত কোনো দাবি বা আপত্তি আর বিবেচনা করা হইবে না।

তারিখ ঃ ২২.০৫.২০২৬ **আবেদনকারীর নাম ঃ**
স্থান ঃ কলকাতা **স্বপন শেঠ**

NOTICE

NOTICE is hereby given to all concerned that the original Deed of Conveyance dated 13th May, 2015 made between The West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation Ltd. (WBHIDCO) as the Seller and Mr. Raj Kumar Gangh residing at Raj Palace, East Market Road, Karimganj - 788711, Assam as the Purchaser and the same registered in Book No.I, Volume No.1523-2015, pages from 50158 to 50184 being No.152307769 for the year 2015, at the office of the Additional District Sub-Registrar, Rajarhat, West Bengal in respect of Land measuring about 300 Square Meters being premises No.23-0623 in street No.0623 (erstwhile Plot No.1324 in Block AA-IIB) Category HIG-I-II situated in the New Town, P.S. New Town, District North 24 Parganas within Mouza Recjuani, J.L. No.13 under Rajarhat Bishnupur I Gram Panchayat, West Bengal, have been lost or misplaced from the custody of our clients/owner the said Mr. Raj Kumar Gangh.

Anyone having possession or custody of the said Deed of Conveyance dated 13.05.2015 or any person having any claim, demand, right or interest in respect of the said Plot of Land or any part thereof, is requested to deliver the same to us and/or must notify the same to us with supporting documents at our under-mentioned address, within a fortnight from the date of this Notice.

B. K. Jain & Co.
Solicitor & Advocates
6A, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata - 700 001

ফর্ম জি

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ 'অটোমোবাইল স্পেয়ার পার্টস ট্রেডিং'-এ কার্যরত প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য।
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসোলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

ক্র. নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম সহ প্যান এবং সিআইএন/এলএলপি নং	প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাঃ লিঃ PAN: AABCP4993R CIN: U34201WB1986PTC040860
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	৫ সুতারকিন স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭২, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	primemovers.sipl@gmail.com
৪.	অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের বিবরণ	কর্পোরেট ডেটরের পশ্চিমবঙ্গের তারাতলায় অবস্থিত মজুত পণ্যের (স্টক) মতো সম্পদ রয়েছে
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার স্থাপিত ক্ষমতা	অটোমোবাইল স্পেয়ার পার্টস ট্রেডিং
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং মূল্য	২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, পরিচালনাগত রাজস্ব ছিল ৩৫৩২.৩১ লক্ষ
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	অজানা
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ অন্যান্য বিবরণ এবং পাওনাদারদের তালিকা এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী উপলব্ধ। পাওনাদারদের তালিকা সহ এই আর্থিক বিবরণীগুলি আরপি-কে primemovers.sipl@gmail.com -এ ইমেল করে পাওয়া যেতে পারে
৯.	কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ)-এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	আরপি-কে primemovers.sipl@gmail.com -এ ইমেল করে পাওয়া যেতে পারে
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	রবিবার, ২১ জুন, ২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকার প্রতি আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	সোমবার, ৬ জুলাই, ২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	শনিবার, ১১ জুলাই, ২০২৬ (যোগ্য পিআরএ-দের দ্বারা নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট প্রাপ্তির সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট, ২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ জমা দেওয়ার জন্য প্রসেস ইমেল আইডি	primemovers.sipl@gmail.com
১৭.	এমএসএমই হিসাবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধকরণের অবস্থার বিবরণ	কর্পোরেট ডেটর অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকে নিবন্ধিত (উদ্যম নিবন্ধন নম্বর- UDYAM-WB-10-0001074)

শ্রী অনুপ কুমার সিং
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড
IBBIIPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
তারিখ ও স্থান: ২২ মে, ২০২৬, কলকাতা এএফএ বৈধ- ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত
স্যুট ১বি, ১ম ফ্লোর, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

কোটক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস - ২৭ বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১
শাখার ঠিকানা : ৭ম তল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক - বি, কলকাতা - ৭০০০১৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ (২) ধারা অধীনে নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হলেন কোটাক মহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, যা ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৬৫ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা এবং এর নিবন্ধিত অফিস ২৭ বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১, (পরবর্তীতে ''কেএমপিএল'' নামে উল্লিখিত), যা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে নিযুক্ত, এতদ্বারা আপনাকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে :

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার নাম : শ্রী সৌভিক ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা স্বপন ভট্টাচার্য, সোনাঝুরি অ্যাপার্টমেন্ট, ৯৫ নং ৬ষ্ঠ তল, ব্লক ২, ৯৪২ ৮৫৪ এমসি লেন, ফটকগোড়া, হুগলি - ৭১২১৩৬, মোবাইল নং - ৯৭৩৩৭০৪৭০৫

আরও ঠিকানা : গোসাইপাড়া, জিরাট মৌজা, জিরাট, জেএল নং ১০৯, জিরাট, বলাগড়, হুগলি - ৭১২৫০১ মোবাইল নং - ৯৭৩৩৭০৪৭০৫ **২. শ্রী পরমা ভট্টাচার্য পিতা স্বপন মুখার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কালীগড়, হুগলি - ৭১২৫০১ মোবাইল নং - ৯৭৩৩৭০৪৭০৫।

লোন এ/সি নাম্বার : KLAP-90534

১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ : ১৯.০৫.২০২৬ **এনপিএ তারিখ :** ০৭.০৪.২০২৬

১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ : ২৯,৮২,৮০৭.৭৬ টাকা (উনত্রিশ লাখ বিরাশি হাজার আটশ সাত টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) ১৩ মে ২০২৬ অনুযায়ী

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং জি/৫ পরিমাপ আনুমানিক ৮২১ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) ১০৬৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৬ষ্ঠ তলে, ব্লক -২ এবং এক ঢাকা চার চাকা কার পার্কিং স্পেস নং ৫, পরিমাপ আনুমানিক ২১৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় এবং এক ঢাকা দুই চাকা বাইক পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ৪১ বর্গফুট বিল্ট (সুপার আপ এরিয়া) একতলায় উভয়ই ব্লক ২ সংশ্লিষ্ট কমপ্লেক্সে পরিচিত সোনাঝুরি অ্যাপার্টমেন্ট, এবং নির্মিত জমির প্লট পরিমাপ আনুমানিক ০.৩৮৭ একর মোট জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.৭১৯ একর অংশ আরএস দাগ নং ৬৭১, ৬৮৫, এবং ৬৮৭, এলআর দাগ নং ১০৭৩, ১১০৮ এবং ১১১০, এলআর খতিয়ান নং ২৩৪০, ২৩৩৬, ২৩৩৮, ২৩৩৯, ২৩৩৭, ২৩৪২, ২৩৩৫, ২৫২৭, ২৫২৬ এবং ২৫২৮, মৌজা - চন্দননগর, জেএল নং ১, থানা -চন্দননগর, জেলা : হুগলি, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ১৬৫৩ এবং ৯৪২, মাখন চ্যাটার্জি বাই লেন, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৪, চন্দননগর পুরসভা অধীন । (হস্তান্তর দলিল নং ০৬০৪০৪৫৪২-২০২১ সালের এবং ০৬০১১৩৫৬০-২০২২ সালের অনুযায়ী)। সম্পত্তি শ্রী সৌভিক ভট্টাচার্য এর নামে।

তারিখ : ২১.০৫.২০২৬ **কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেডের পক্ষে**
স্থান : কলকাতা স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি.
CIN No; U67100TZ2014PTC020363 রেজিস্টার্ড অফিস : ৯ এম পি নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর ৬৪১৬০৭, তামিলনাড়ু
কর্পোরেট অফিস : কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮তমতল, এন সি কেলকার মার্গ, আর জি গড়করি চক, দাদার (পশ্চিম) মুম্বই ৪০০০২৮

দখল নোটিশ
পরিশিষ্ট -৪
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ওঙ্কার অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি- ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) এর নিকট যথাযথভাবে নথিভুক্ত - অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসেবে -২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ৩ অধীনে, CIN No U67100TZ2014PTC020363 এবং রেজিস্টার্ড অফিস ৯ এম পি নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর ৬৪১৬০৭ এবং কর্পোরেট অফিস : কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮তমতল, এন সি কেলকার মার্গ, আর জি গড়করি চক, দাদার (পশ্চিম)) মুম্বই ৪০০০২৮ এবং শাখা অফিস নং ২০৬-২০৭, অরুনাচল বিল্ডিং, বারাখাম্বা রোড এর নিকট, দিল্লি -১১০০০১ এর নিকট কার্যরত 'ট্রাস্টি -ওঙ্কারা পিএস ২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট' (পরবর্তীতে ওএআরপিএস হিসেবে উল্লিখিত)।

ওএআরপিএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে **ঝলক ক্রিয়েশন (ঋণগ্রহীতা), শারদ কুমার জৈন (সহ ঋণগ্রহীতা), রোহিত জৈন এবং ঝলক কচুর প্রাইভেট লিমিটেড** কোম্পানি লিমিটেড এর জামিন স্বার্থ সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি নিয়োগ তারিখ ২৬.০২.২০২১ অনুযায়ী সমুদয় বকেয়া ঋণ সহ ওঙ্কারা পিএস ২২/২০২০-২১ ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি হিসেবে অধিগ্রহণ করেছে। ফলে উক্ত ঋণ/আর্থিক সম্পদ এর উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ওএআরপিএল -এফআইসিসিএল এর কাজে যুক্ত হয়েছে এবং সমুদয় বকেয়া আদাযের ক্ষেত্রে জামিন ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদত্ত। আরও ওএআরপিএল উল্লেখ্য নিযুক্তি চুক্তি তারিখ ১৯.০৩.২০২৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাব ওঙ্কারা পিএস২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট কে পাঠিয়েছে জামিন স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।

এবং যেহেতু, ওএআরপিএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে -২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে রেফা : ওঙ্কারা/দিল্লি২২/২০২৫-২৬ তারিখ ০৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা কে নোটিশে উল্লিখিত মোট **১,২৩,৯৮,৩৭৫.৬২ টাকা (এক কোটি তেইশ লাখ আটানব্বই হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) ০৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রকৃত আদায়দান পর্যন্ত পরিশোধ করার জন্য।

যদিও ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ব্যর্থ হয়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিমাণ বকেয়া আদায় দিতে ০৭.১১.২০২৫ এর নোটিশ অনুযায়ী যা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে ইস্যু করা হয়েছিল। ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি এর অনুমোদিত অফিসার যথাযথভাবে নিযুক্ত -২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (১২) অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ দখল নিয়েছেন ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯.০৫.২০২৬ তারিখে।

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্রি কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন ওএআরপিএল এর নিকট বকেয়া **১,২৩,৯৮,৩৭৫.৬২ টাকা (এক কোটি তেইশ লাখ আটানব্বই হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) ০৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ ০৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ প্রকৃত আদায়দান পর্যন্ত সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ওএআরপিএল এর নিকট বন্ধকদত্ত/চার্জ/নিযুক্ত/দায়বদ্ধ সম্পদ/সম্পত্তির বিস্তারিত উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত যার স্বত্ব দখলকৃত নিম্নরূপ :

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৭ (পরিমাপ আনুমানিক ৮৮৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি এবং ফ্ল্যাট নং ৩০৮ (পরিমাপ আনুমানিক ৫৩৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থতলে, ব্লক নং ডি বেং গ্যারাজ নং ১২ (পরিমাপ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি) এবং গ্যারাজ নং ১২এ পরিমাপ আনুমানিক ১৩০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি একতলায় ব্লক নং সি, সংশ্লিষ্ট ভবনে নির্মিত জমির প্লট পরিমাপ আনুমানিক ৯ বিঘা ১০ কাঠা , মৌজা : শিবপুর, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, সংখ্যায়িত এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৮, কলেজ রোড, শিবপুর, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন।

(অনুমোদিত অফিসার)
তারিখ : ১৯.০৫.২০২৬ ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা (ওঙ্কারা পিএস২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত)

PUBLIC NOTICE

Re: Residential Flat No. G-4 (4th floor), having a super built-up area of approximately 1548 sq. ft., situated in the building named "Sangam" at Municipal Premises No. 2, Wood Street (formerly No. 6, thereafter No. 9), Kolkata-700016, comprised within the Sangam Co-operative Housing Society Ltd. (Certificate of Registration No. 12/Cal of 1973), lying in Survey Block No. XI, Holding No. 30, within the limits of Kolkata Municipal Corporation, Ward No. 63, Police Station Shakespeare Sarani (Said Flat).

Our clients have purchased the Said Flat vide a Deed of Conveyance dated 4th January, 2024, registered in the office of Additional Registrar of Assurances – IV, Kolkata, being Deed 0135/2024 from Gurjot Singh Mamik. That upon completion of the said sale transaction, the Vendor, Mr. Gurjot Singh Mamik, duly handed over the Original Share Certificates issued by the Sangam Co-operative Housing Society Ltd. in respect of the said Flat No. G-4, details of which are as follows:

Certificate No.	No. of Shares	Share Nos. (Inclusive)
035	10 (Ten)	0341 – 0350
109	15 (Fifteen)	1251 – 1265
183	42 (Forty-two)	3279 – 3320

Any person or entity having custody of the Original Share Certificate is hereby called upon to intimate the undersigned and hand over the same to our Clients at the earliest.

Vivek Murarka, Advocate
503A, 5th Floor, Oswal Chambers 2, Church Lane, Kolkata-700001
Mobile: 9830075769, E-mail : **advocate.vivekmurarka@gmail.com**

ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি.
CIN No; U67100TZ2014PTC020363 রেজিস্টার্ড অফিস : ৯ এম পি নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর ৬৪১৬০৭, তামিলনাড়ু
কর্পোরেট অফিস : কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮তমতল, এন সি কেলকার মার্গ, আর জি গড়করি চক, দাদার (পশ্চিম)) মুম্বই ৪০০০২৮

দখল নোটিশ
পরিশিষ্ট -৪
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ওঙ্কার অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি- ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) এর নিকট যথাযথভাবে নথিভুক্ত - অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসেবে -২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ৩ অধীনে, CIN No U67100TZ2014PTC020363 এবং রেজিস্টার্ড অফিস ৯ এম পি নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর ৬৪১৬০৭, তামিলনাড়ু কর্পোরেট অফিস : কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮তমতল, এন সি কেলকার মার্গ, আর জি গড়করি চক, দাদার (পশ্চিম)) মুম্বই ৪০০০২৮ এবং শাখা অফিস নং ২০৬-২০৭, অরুনাচল বিল্ডিং, বারাখাম্বা রোড এর নিকট, দিল্লি -১১০০০১ এর নিকট কার্যরত 'ট্রাস্টি -ওঙ্কারা থানা ২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট' (পরবর্তীতে ওএআরপিএল হিসেবে উল্লিখিত)।

ওএআরপিএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে **মেসার্স মা তারা ভান্ডার, অংশীদারি সংস্থা স্বত্বা শ্রীমতি কাজল দে -প্রয়াত এর জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত আইনি উত্তরাধিকারী শ্রী হেমন্ত দে (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ফুলারটন ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড (পরবর্তীতে এফআইসিসিএল হিসেবে উল্লিখিত) এর জামিন স্বার্থ সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি নিয়োগ তারিখ ২৬.০২.২০২১ অনুযায়ী সমুদয় বকেয়া ঋণ সহ ওঙ্কারা পিএস ২২/২০২০-২১ ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি হিসেবে অধিগ্রহণ করেছে। ফলে উক্ত ঋণ/আর্থিক সম্পদ এর উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ওএআরপিএল -এফআইসিসিএল এর কাজে যুক্ত হয়েছে এবং সমুদয় বকেয়া আদাযের ক্ষেত্রে জামিন ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদত্ত। আরও ওএআরপিএল উল্লেখ্য নিযুক্তি চুক্তি তারিখ ১৯.০৩.২০২৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাব ওঙ্কারা পিএস২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট কে পাঠিয়েছে জামিন স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।

এবং যেহেতু, ওএআরপিএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে -২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে রেফা : ওঙ্কারা/দিল্লি২০২৫-২৬/১৬ তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা কে নোটিশে উল্লিখিত মোট **৪৮,৭৫,৮৫৬.৮০ টাকা (আট চল্লিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার আটশো ছাপ্পান্ন টাকা আশি পয়সা) ১৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রকৃত আদায়দান পর্যন্ত পরিশোধ করার জন্য।

যদিও ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা /বন্ধকদাতা ব্যর্থ হয়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিমাণ বকেয়া আদায় দিতে ২৮.১১.২০২৫ এর নোটিশ অনুযায়ী যা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে ইস্যু করা হয়েছিল। ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি এর অনুমোদিত অফিসার যথাযথভাবে নিযুক্ত -২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (১২) অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ দখল নিয়েছেন ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০.০৫.২০২৬ তারিখে।

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্রি কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন ওএআরপিএল এর নিকট বকেয়া **৪৮,৭৫,৮৫৬.৮০ টাকা (আট চল্লিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার আটশো ছাপ্পান্ন টাকা আশি পয়সা) ১৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ প্রকৃত আদায়দান পর্যন্ত সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ওএআরপিএল এর নিকট বন্ধকদত্ত/চার্জ/নিযুক্ত/দায়বদ্ধ সম্পদ/সম্পত্তির বিস্তারিত উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত যার স্বত্ব দখলকৃত নিম্নরূপ :

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১২৯৮ বর্গফুট তৎসহ হোল্ডিং নং প্রেমিসেস নং ২৭৫, বাগপোতা রোড, ৮৫ এ/৭/১৫, মৌজা- সরশুনা, সাথী নগর, আরএস নগর ৪৮৬, জেএল নং ১৭, তৌজি নং ২৭, দাগ নং ১৭৩৩, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৬১।

(অনুমোদিত অফিসার)
তারিখ : ২০.০৫.২০২৬ ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা (ওঙ্কারা পিএস২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত)

বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) আর. এম. লোধা কমিটি (পিএসিএল লিঃ এর ব্যাপারে)

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ওড়িশা-গঞ্জাম, গুজরাট-আমেদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-কলকাতা, অন্ধ্র প্রদেশ-প্রকাশম, মহারাষ্ট্র-নাগপুর, কর্ণাটক-চিক্কাবাল্লাপুরে অবস্থিত পিএসিএল লিঃ-এর সম্পত্তিসমূহের ই-নিলাম

১. ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সুব্রত ভট্টাচার্য বনাম সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে সিভিল আপিল নং ১৩৩০১/২০১৫-এ ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত আদেশের অধীনে গঠিত বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) আর. এম. লোধা কমিটি (পিএসিএল লিঃ এর ব্যাপারে), পিএসিএল লিঃ দ্বারা ক্রয়কৃত জমি বিক্রয় করার জন্য যাতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এর বিনিয়োগকারীদের প্রদান করা যায়, উপরোক্ত বিষয়ে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশের অনুসারে, ওড়িশা-গঞ্জাম, গুজরাট-আমেদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-কলকাতা, অন্ধ্র প্রদেশ-প্রকাশম, মহারাষ্ট্র-নাগপুর, কর্ণাটক-চিক্কাবাল্লাপুরে অবস্থিত সম্পত্তিসমূহের ই-নিলাম শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং ফলস্বরূপ "প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ" (আরএফপি) জারি করেছে যা এই লিঙ্কগুলিতে পাওয়া যাবে: https://www.sebi.gov.in/notice-for-eoi-proposals.html, https://www.bankeauctions.com এবং https://www.bankeauctionwizard.com।

২. সম্পত্তি সংক্রান্ত নথিপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্কগুলিতে দেখা যেতে পারে: https://sebipaclproperties.com, https://www.bankeauctions.com এবং https://www.bankeauctionwizard.com।

৩. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিস্তারিত বিবরণ আরএফপি-তে উপলব্ধ এবং এর গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ নিম্নরূপ: -

বিবরণ তারিখ ও সময়
- আরএফপি প্রকাশের তারিখ - ২২ মে, ২০২৬
- বিড জমা দেওয়া শুরুর তারিখ- ২২ মে, ২০২৬
- বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়- ২৯ জুন, ২০২৬ (১৭:০০ ঘটিকা)
- ই-নিলাম শুরুর তারিখ- ১৩ জুলাই, ২০২৬ (১১:০০ ঘটিকা)

প্রযোজ্য শর্তাবলী:

৪. সমস্ত সম্পত্তি "যেখানে আছে, যেমন আছে এবং যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত দাবি, দায় এবং/অথবা দায়বদ্ধতার (এনকামব্রেন্স) জন্য ক্রেতা দায়ী থাকবেন।

৫. এই বিজ্ঞপ্তিতে এবং এই দরপত্র নথির অধীনে আরএফপি-তে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ বিক্রেতার কাছে উপলব্ধ বিবরণ অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে এবং কোনো কারণে সম্পত্তির পরিমাণ বা পরিসরে কোনো পরিবর্তন হলে তার জন্য বিক্রেতা বা এজেন্সি কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

৬. সম্পত্তিসমূহ/তাদের টাইটেল ডিড-এ কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তার জন্য কমিটি কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না এবং বিডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির টাইটেল সম্পর্কিত নিজস্ব স্বাধীন যথাযথ অধ্যবসায় (ডিউ ডিলিজেন্স) সম্পন্ন করার পরেই শুধুমাত্র তাদের বিড জমা দেবেন।

CBC- 15204/11/0017/2627

বালির দামে লাগাম টানতে নির্দেশ

সিন্ডিকেট, তোলাবাজি এবং অবৈধ বালিঘাট নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: 'বীরভূমের পাথর খাদানের ৫ কোটি টাকা রাজস্ব লিকেজ হয়ে ৩০ লক্ষে পৌঁছেছিল। এখন সেই ৩০ লক্ষ আবার ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় পৌঁছে গেছে। আর কিছুদিন পরে তা ফের ৫ কোটিতে পৌঁছে যাবে।' দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে এমনটাই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গাপুরের সৃজনীতে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই বৈঠকে পঞ্চায়েত স্তরের সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এবং অবৈধ বালিঘাট নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, 'অবৈধ বালিঘাট বন্ধ হওয়ার সুযোগ নিয়ে এখন ৮ হাজার টাকার বালি ১৬ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে।' তিনি জানান, 'সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বালির দাম বেঁধে দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বলা হয়েছে, যাতে অতিরিক্ত মূল্য নিয়ে কেউ ব্যবসা করতে না পারে। পাঁচটি জেলায় মোট ৫৭টি বিধানসভা রয়েছে। এই বৈঠকে ৫০ জন বিজেপি বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। আমরা সাতজন তৃণমূল বিধায়ককেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা আসেননি।' এদিন দামোদরের জলে প্লাবন পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বর্ষার সময় দামোদর ফুঁসে উঠলে নিম্ন দামোদর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক হয়েছে।'

আরামবাগে বন্যা প্রতিরোধে জোর

'কথা কম, কাজ বেশি' বার্তা বিজেপি বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'কথা কম, কাজ বেশি', এই বার্তাকেই সামনে রেখে আরামবাগ মহকুমার সার্বিক উন্নয়ন ও বন্যা প্রতিরোধে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানোর দাবি তুললেন বিজেপি বিধায়কেরা। বৃহস্পতিবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত ম্যারাথন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার চারটি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ, গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার, খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ এবং আরামবাগের মহকুমাশাসক রবি কুমার মিনা-সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী বাঁধ সংস্কার, রাস্তা মেরামতি, রামকৃষ্ণ সেতুর পাশে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে বর্ষার আগে বন্যা প্রতিরোধ ও প্রস্তুতির ওপর জোর দেওয়া হয়। পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'আরামবাগ মহকুমার মানুষ প্রতি বছর বন্যার সমস্যায় ভোগেন। তাই শুধু পরিকল্পনা নয়, দ্রুত বাস্তব কাজ শুরু করতে হবে। নদী বাঁধ মজবুত করা, জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ দ্রুত করতে হবে।' অন্যদিকে গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত দিগার বলেন, 'গ্রামের মানুষের প্রধান সমস্যা বন্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। বর্ষার আগে প্রশাসনকে সক্রিয় হতে হবে। মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।' খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বৈঠকের পর বলেন, 'কথা কম, কাজ বেশি, এটাই আমাদের মূল বার্তা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ থেকে বিদ্যুৎ সমস্যা, সব ক্ষেত্রেই দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন।' সবমিলিয়ে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির বিষয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি বিষয়ক আলোচনা ফরাক্কায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার ফরাক্কায় একপ্রস্ত আলোচনা সারলেন। বিস্তারিত আলোচনার আগে গঙ্গার ডাউন স্ট্রিম ফরাক্কা বেনিয়া গ্রাম ঘাটপাড়া মেলার মাঠ সংলগ্ন অফিস থেকে ফরাক্কা ব্যারেজের জল প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করেন দুই দেশের প্রতিনিধিদল। একইসঙ্গে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর জল বিভাজন স্থল পর্যন্ত জল প্রবাহের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করেন উভয় দেশের প্রতিনিধিরা। স্টারে গঙ্গা ভাগীরথী জল সীমারেখা পরিদর্শন করে ফিরে এসে ফিডার ক্যানেলে ব্যারেজ সংলগ্ন স্টলে যান। সেখানেও পর্যবেক্ষণ চালান উভয় দেশের প্রতিনিধিরা। কিন্তু পর্যবেক্ষণে কী কী পাওয়া গেল বা কী কী পাওয়া গেল না, জলপ্রবাহের পরিমাণে কত, সেই বিষয়ে কোনও কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে জানাতে অস্বীকার করেন উভয় দেশের জল পর্যবেক্ষণ দলের প্রতিনিধিগণ। কিন্তু কেন এই গোপনীয়তা এই বিষয়ে কিছু বোঝা গেল না। সংবাদমাধ্যমকে আড়ালে রেখেই আলোচনা হল। তবে দিল্লি থেকে আসা এক প্রতিনিধি মৌখিকভাবে জানান, এটি রুটিন পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় এসেছে নতুন সরকার। পশ্চিমবঙ্গেও ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে রাজ্যের শাসন ভার নিয়েছে বিজেপি সরকার। ফলে ভারত-বাংলাদেশ জলচুক্তির পুনর্নবীকরণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলেই কূটনৈতিকদের মত।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরেই শেষ হতে হচ্ছে। ভারত থেকে পদ্মায় প্রবাহিত জলের উপর বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটা নির্ভর করে। ১৯৯৬ সালের জল বণ্টন চুক্তির পর দুই দেশের সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। ফলে জল চুক্তির পুর্ননবীকরণ যে সহজ হবে তা মনে করছে না দুই দেশের সরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশের নতুন সরকার চায়, ভারতের সঙ্গে আগের চুক্তির পুনর্নবীকরণ নয় বরং বাংলাদেশের স্বার্থ ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে একটি নতুন ও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির দাবিতে আলোচনা শুরুর উপর তাঁরা জোর দিচ্ছেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আজ গঙ্গার জল প্রবাহ স্বচক্ষে পরিদর্শনের পর আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা কলকাতায় ভারত-বাংলাদেশ জয়েন্ট কমিটি ৯০তম মিটিং সারবেন। এরপরই দুই দেশের সরকার আলোচনার মাধ্যমে এগোবে।

তৃণমূল কার্যালয়ের তালা ভেঙে বাড়ি দলখমুক্ত করলেন মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রায় দেড় দশক আগে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। তারপর ভাড়া তো দূরের কথা বাড়ি ছাড়তে বলায় একাধিকবার জুটেছিল হুমকি। রাজ্যে সরকারে পালাবদল হতেই স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের সাহায্য নিয়ে তৃণমূলের সেই কার্যালয়ের দরজার তালা ভেঙে নিজের বাড়ির দখল নিলেন বাড়ির মালিক। ঘটনা বাঁকুড়া শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনগঞ্জ এলাকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়া শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনগঞ্জ এলাকার একটি বাড়ি প্রথমে ভাড়া হিসাবে নেয় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ভাড়া নেওয়ার পর থেকেই বাড়িটিকে স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে তৃণমূল কর্মীরা। বাড়ি মালিকের দাবি, প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের ভাড়া দেওয়ার কথা থাকলেও, তৃণমূলের তরফে কোনও দিনই ভাড়া দেওয়া হয়নি। অগত্যা কয়েক মাস যাওয়ার পরই তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের কাছে বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানান বাড়ির মালিক। বারংবার আবেদনের পরেও বাড়ি ভাড়া বা বাড়ি দখলমুক্ত করা তো দূরে থাক উল্টে তৃণমূল নেতারা বাড়ি মালিককে হুমকি দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ। ভয়ে আর মুখ খোলেননি বাড়ির মালিক। তবে রাজ্যে সরকারে পালাবদল হতেই বাড়ির মহিলারা এদিন সকালে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে হাজির হয়ে সাহায্যের আবেদন জানান। এরপরই স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের সহযোগিতা নিয়ে তৃণমূলের ও দলীয় কার্যালয়ের দরজায় থাকা তালা ভেঙে বাড়িটি পুনর্দখল করেন বাড়ির মালিক। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, 'প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রতি মাসে বাড়িটির ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হত। এখন গায়ের জোরে বিজেপি কার্যালয়টি দখল করে নিয়েছে।'

প্রাণনাশের হুমকি, ডানকুনিতে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এক ব্যক্তিকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় হুগলির ডানকুনিতে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা তথা ডানকুনির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সূর্য দে। বৃহস্পতিবার তাকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, সূর্য দে-র বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে গত কয়েকবছরে। এর মাঝেই এক ব্যক্তিকে মারধর ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয় ডানকুনি থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে নিজের বাড়ি থেকেই ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটে ২০২১ সালে। ওই ব্যক্তিকে দাবি করেছেন, তৃণমূল নেতার ভয়ে সেই সময়ে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ করতে পারেননি। রাজ্যে পালাবদল হতেই তিনি ডানকুনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

SBI — এসবিআই হোম লোন সেন্টার কালীঘাট
"অবনী হাইটস", ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০২০,
অবস্থান: মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন, এক্সাইড ভবনের কাছে, ই-মেইল: sbi.65176@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ : নাম : স্মিতা লামা, ই-মেইল আইডি : sbi.65176@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৮০০১১৪০২৯৯

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬)-এর সাথে পঠিত নিয়ম ৯(১)-এর শর্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা **২৫.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত** ওয়েবসাইট পোর্টাল **https://www.baanknet.com** -এর মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তাই**" এবং "**যেমন অবস্থায় আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের আনলিমিটেড এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বিক্রিত সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী রবীন্দ্র কুমার শর্মা** পিতা- শ্রী মতিলাল শর্মা **ঠিকানা:** ৫৬৩/১, কে.সি.সি সরণী, লিচুবাগান, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, পিন- ৭১২১২৪। **এছাড়াও ঠিকানা :** সি/ও খণ্ডেলওয়াল চাণ্ডেলওয়াল প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৪এ, হেমন্ত বসু সরণী, ২য় তল, রুম নং- ২০২, কলকাতা- ৭০০০০১। **এছাড়াও ঠিকানা :** কেএম-৮৫, মালঞ্চ রোড, পোঃ- নিমপুরা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৪। **এছাড়াও ঠিকানা :** ৭, পূর্বাচল পল্লী, চাঁপদানি মিউনিসিপ্যালিটি, থানা- ভদ্রেশ্বর, নর্মদা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট-সি, ১ম তল, হুগলী, পিন- ৭১২১২৪। এছাড়াও ঠিকানা ৫২৪/৩১৫, মালঞ্চ রোড, রাজলক্ষ্মী বিওবি এটিএম-এর কাছে, খড়গপুর- ৭২১৩০৪। **শ্রীমতী নীতু কুমারী শর্মা** স্বামী- শ্রী রবীন্দ্র কুমার শর্মা **ঠিকানা :** ৭, পূর্বাচল পল্লী, চাঁপদানি মিউনিসিপ্যালিটি, থানা- ভদ্রেশ্বর, নর্মদা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট-সি, ১ম তল, হুগলী, পিন- ৭১২১২৪। **এছাড়াও ঠিকানা :** ৫৬৩/১, কে.সি.সি সরণী, লিচুবাগান, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, পিন- ৭১২১২৪	**নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য ফ্ল্যাট:** "**নর্মদা অ্যাপার্টমেন্ট**" নামে পরিচিত ভবনের ২য় তলে টাইলস মেঝে সহ 'সি' নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ কম-বেশি ৯০০ (নয়শত) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট কম-বেশি ৫ কাঠা ২ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তদুপরি বিদ্যমান নির্মাণ (জি+৪) -এর উপর অবস্থিত, যা আর.এস. খতিয়ান নং- ৩২৪ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৪০৯-এর অধীনে আর.এস. দাগ নং- ৮৪ এবং তার সম্পর্কিত এল.আর. দাগ নং- ১৬০, মৌজা- গৌরহাটি চাঁপদানি, জে.এল. নং- ২১, চাঁপদানি মিউনিসিপ্যালিটির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং- ৭, পূর্বাচল পল্লী, থানা- ভদ্রেশ্বর, এডিএসআর অফিস চন্দননগর, জেলা- হুগলী-এর অন্তর্ভুক্ত। **২০২০ সালের ০৬০৪০১২৭৯** নং অনুযায়ী ১ নম্বর বইয়ের ০৬০৪-২০২০ ভলিউম নম্বরে ৩৫২০৯ থেকে ৩৫২৪৫ পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত টাইটেল ডিড। সম্পত্তিটি **শ্রী রবীন্দ্র কুমার শর্মা,** পিতা- শ্রী মতিলাল শর্মা এবং **শ্রীমতী নীতু কুমারী শর্মা,** স্বামী- শ্রী রবীন্দ্র কুমার শর্মা-এর নামে রয়েছে। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে-** পূর্বাচল পল্লী রোড, **দক্ষিণে-** শিবাজী সিং এবং নিমাই তরফদার-এর বাড়ি, **পূর্বে-** মনোরঞ্জন মণ্ডল-এর বাড়ি, **পশ্চিমে-** ৯ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা। **সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীনে**	১৮,৪২,২২৯.৫১/- টাকা (আঠারো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার **দুইশত উনত্রিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা মাত্র) ১৯.১২.২০২৪ তারিখ হিসাবে** এবং তৎসহ আজ পর্যন্ত মোট অপরিশোধিত সুদ, পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জসমূহ।	ক) ২০,৩৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৩,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬
সময় : দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৪টা

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২২.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা
যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Canara Bank — অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল
কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ই-মেইল : cb2364@canarabank.com

ই-নিলামের তারিখ ১০.০৬.২০২৬

বন্ধকী চুক্তির অধীনে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, **২৭.০৯.২০২২ তারিখের বন্ধক চুক্তি অনুসারে কানারা ব্যাংক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখার** উপর দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বন্ধককৃত সামগ্রীসমূহ **১০.০৬.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৪৫,৭৭৩.২৭ টাকা** (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত তিয়াত্তর টাকা এবং সাতাশ পয়সা) **৩০.০৪.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ **কানারা ব্যাংক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা** কর্তৃক আদায় করা হবে **মেসার্স পি. আর. ওয়াটার অ্যান্ড বেভারেজ (অংশীদারী প্রতিষ্ঠান)**, জে.এল. নং ২১, খতিয়ান নং ৮০০, ৮৮১, প্লট নং ২৫২৪, ২৫৩৩, ২৫৩৬, নদীহা, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ১৫৫ কাছ থেকে।
ই-নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলোর সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক্রম নং	ক) জামিনদত্ত ঋণদাতার নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	৩০.০৪.২০২৬ অনুযায়ী মোট দায়	অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) শাখা এবং রিজিওনাল অফিসের সহিত যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস হাউস, কলকাতা- ৭০০০১৬। **খ) মেসার্স পি আর ওয়াটার অ্যান্ড বিভারেজ (অংশীদারি সংস্থা)** জেএল নং ২১ , খতিয়ান নং ৮০০, ৮৮১, প্লট নং ২৫২৪, ২৫৩৩, ২৫৩৬, নদিহা, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২৩১৫৬। **শ্রীমতি রাজশ্রী ব্যানার্জি,** স্বামী শ্রী নিশীথ চক্রবর্তী, মুন্সিফ ডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং ০২, আরশা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২৩১০১। **শ্রীমতি পিঙ্কি ভট্টাচার্য,** স্বামী শ্রী অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, গ্রাম : রাউতোরা, পো : নদিহা, থানা পারা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১২৬	**১,৪৫,৭৭৩.২৭ টাকা** (এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশ তিয়াত্তর টাকা এবং সাতাশ পয়সা)	আরও প্ল্যান্ট এসএস আইএসআই ৩০০০ পিএইচ, ইউভি-ওজোনাতোর-স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ৩০০০ লিটার, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বটল ওয়াশিং, ফিলিং এবং ক্যাপিং মেশিন-৪০ বিপিএম ফিড এবং কমপ্রেসার সহ, ১২ এইচপি লো প্রেসার কম্প্রেসর, এয়ার ড্রাইয়ার এবং চিলার ৩ টিআর, কুলিং টাওয়ার, অ্যাক্সেসরিজ অটো ব্লো মোল্ডিং মেশিনের জন্য -২ ক্যাভিটি-২০ এইচপি হাই প্রেসার কম্প্রেসর- এয়ার ড্রাইয়ার এবং চিলার ৩ টিআর, কুলিং টাওয়ার, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্লো মোল্ডিং মেশিন ২ ক্যাভিটি, শ্রিঙ্ক র‍্যাপিং মেশিন, ব্যাচ কোডিং মেশিন-স্বয়ংক্রিয়, ল্যাবরেটরি আইএস ১৪৫৪৩:২০১৬ অনুযায়ী -কেমিক্যাল, গ্লাস ওয়ারস, ইনস্ট্রুমেন্টস এবং মিডিয়াজ সহ।	**ক) ২৬,২৭,০০০.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ সাতাশ হাজার টাকা) **খ) ২,৬২,৭০০.০০ টাকা** (দুই লাখ বাষট্টি হাজার সাতশ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম শাখা কলকাতা (মোবাইল) ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি পরিমাণ ২,৬২,৭০০.০০ টাকা সহ BAANKNET.COM (https//baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ১০.০৬.২০২৬, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত, ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৯.০৬.২০২৬, বিকাল ৫টা পর্যন্ত

- নিয়ম এবং শর্তাবলী -
১. সম্পত্তিগুলো "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেমন অবস্থায় আছে**" এই শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে বর্ধিত পরিমাণসহ দর দিতে হবে।
৪. নিলাম/দরপত্র প্রদান শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https//baanknet.com/)** এর মাধ্যমে "**অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে**" অনুষ্ঠিত হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর **[BAANKNET.com (https//baanknet.com/)]** পোর্টালের ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে অথবা উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বিবরণ অনুযায়ী আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য চালান তৈরি করতে হবে। এই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৯.০৬.২০২৬ তারিখ, বিকাল ৫টা।**
৬. পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা লি. -এর যোগাযোগের বিবরণ **[BAANKNET.com (https//baanknet.com/)], যোগাযোগ নম্বর ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২/ ৮২৯১২ ২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮/৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **২৫.০৫.২০২৬ থেকে ০৬.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে** সম্পত্তি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা / সর্বোচ্চ দরদাতা, সর্বোচ্চ/সফল হিসেবে ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দেবেন এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে। যদি সফল দরদাতা / ক্রেতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার প্রদত্ত আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি সকল চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি যে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়, তবে উপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিলামের তারিখের পূর্বে উপরে উল্লিখিত অর্থ, হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচসহ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং যদি কোনো বকেয়া থাকে, তবে তা সুদ ও খরচসহ পরিশোধ করতে হবে।
১২. ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব বা দরপত্র গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. আরও বিস্তারিত তথ্য ক্যানারা ব্যাংকের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com**-এ পাওয়া যাবে।

তারিখ : ২১.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত কর্মকর্তা
ক্যানারা ব্যাংক

SBI — হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়োখালি, ই এম বাইপাস
কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল : sbi.16286@sbi.co.in

ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মণ্টু কুমার মন্ডল, ই-মেইল আইডি sbi.16286@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১২৮৬৯/৯১৬৩০০৬১৩১

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.০৫.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ।
পরিদর্শনের তারিখ : ২৬.০৫.২০২৬

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) যেটির প্রকৃত দখল নিয়েছেন তা **২৯.০৫.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

স্বত্বাধিকারীর নাম : রাহুল আগরওয়াল, এ/সি নং ৪৩৭৫০০২৯৩০১, বকেয়া পরিমাণ : **৩৫,২৭,৯৭৩.০০ টাকা** এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **২৫,২১,০০০.০০ টাকা।** বায়না জমা (ইএমডি) : **২,৫২,১০০.০০ টাকা।** বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিস্তারিত : জিপ মেরিডিয়ান, রেজি নং : **WB07V9601**, রেজি তারিখ : **৩১.০১.২০২৫,** চেসিস নং **MCAPJ8AY0SFA12212*CR**, ইঞ্জিন নং : ৪৩৩৫৮৪০।

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https//BAANKNET.com
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর সাথে রক্ষিত তাদের দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের অনেক আগে NEFT/RTGS স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য দয়া করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ২২.০৫.২০২৬
স্থান : দক্ষিণ কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ clo1.samb2kol@sbi.co.in মোবাইল ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩
প্রযত্নে : সুস্মিতা পাইক, মোবাইল : ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট ৪এ [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, ২৪.০৯.২০১৪ তারিখের মেমোরেন্ডাম অফ এন্ট্রি (এমওই) অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (ই-অন্ধ্র ব্যাঙ্ক), ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এবং এক্সিম ব্যাঙ্ক নামক সুরক্ষিত পাওনাদারদের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তিটি, যার গঠনমূলক দখল কনসোর্টিয়াম ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, তা **২৫.০৬.২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ১৭৭৮,০৩,৯৮,১৩৫.৪২ টাকা (এক হাজার সাতশত আটাত্তর কোটি তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত পঁয়ত্রিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ৩০.০৬.২০১৮ অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য কনসোর্টিয়াম সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক মেসার্স রোহিত ফেরো টেক লি.-এর ব্যক্তিগত জামিনদার শ্রী সুরেশ কুমার পাটনি, রোহিত কুমার পাটনি ও অঙ্কিত পাটনি যাঁরা ১৫, বর্ধমান রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭-এ বসবাস করেন এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ মেসার্স ইনভেসকো ফাইন্যান্স প্রা. লি., মেসার্স পোদ্দার মেক টেক সার্ভিসেস প্রা. লি., মেসার্স সুয়ানভি ট্রেডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং প্রা. লি., মেসার্স বসুপ্রিয়া এন্টারপ্রাইজেস প্রা. লি. এবং শুভম কমপ্লেক্স প্রা. লি. ঠিকানা ৩৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা কাছ থেকে অপ্রকাশিত পরিমাণ অর্থ যা বকেয়া রয়েছে।

ক্রম নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-নিলামের বিস্তারিত
১.	এক বসবাসের জমি এরিয়া ২৭৫ বর্গ মিটার এবং তদস্থিত নির্মাণ একতলা ১৯৩৫ বর্গফুট দোতলা ১৯৩৫ বর্গফুট এবং গুমটি ২০০ বর্গফুট অবস্থিত প্লট নং ১/২৬, বিদ্যাধর নগর, সেক্টর -০১, জয়পুর, রাজস্থান, সম্পত্তি মেসার্স শুভম কমপ্লেক্স প্রা লি . এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: রোড ১০.৫০ মিটার চওড়া। দক্ষিণে : প্লট নং ১/৩১। পূর্বে : প্লট নং ১/২৫। পশ্চিমে : প্লট নং ১/২৭।	**১. সংরক্ষিত মূল্য : ৩,৭০,০০,০০০/- ২. ইএমডি : ৩৭,০০,০০০/- ৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০/-** ৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : জামিনদত্ত ঋণদাতার জানা নেই। ৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : **১৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।** দখলের ধরণ : কার্যকরী দখলীকৃত

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং ই-নিলামের জন্য দেখুন https//baanknet.com/eauction-psb/x-login।

তারিখ : ২২.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনও বিতর্কের ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই হোম লোন সেন্টার বোলপুর (৬৪১৮৩)
ভেনাস প্লাজা, ৩য় ফ্লোর, শ্রীনিকেতন রোড, বোলপুর
জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১ ২০৪, (প. ব.)
ইমেইল আইডি: sbi.64183@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বোলপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর নিয়ম ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-কে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে বলেছিলেন, কিন্তু তারা তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮-এর অধীনে তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর নামের বিপরীতে প্রদর্শিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে কোনো রকম লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বোলপুর** -এর উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ এবং তার ওপর সুদের সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সারণী:

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**প্রয়াত চন্দন কুমার মণ্ডল (মৃত),** পিতা- প্রয়াত প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল, তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) **১) শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল,** স্বামী- প্রয়াত চন্দন কুমার মণ্ডল **২) শ্রী কুশল মণ্ডল,** পিতা- প্রয়াত চন্দন কুমার মণ্ডল **সকলের বর্তমান ঠিকানা-** নলহাটি ওয়ার্ড নং ০২, ছায়াপল্লী (শিব মন্দিরের কাছে), পোঃ + থানা- নলহাটি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২২০ এবং স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম + পোঃ- জোগাই, থানা- মুরারই, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৮	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল **২.৫ ডেসিমেল** জমির পরিমাণ যার শ্রেণী বাস্তু হিসাবে নথিভুক্ত (রূপান্তর কেস নং সিএন/২০২৩/০৩০১/২২৯ তারিখ ২০/০৯/২০২৩ অনুযায়ী)। দলিল নং আই-৬২২-/২০২৩, মৌজা- নলহাটি, জে.এল. নং- ৫৩, এলআর খতিয়ান নং-১৯৯৫১, এলআর প্লট নং-২৫৩২, নলহাটি ওয়ার্ড নং ০২, ছায়াপল্লী, শিব মন্দিরের কাছে, নলহাটি পৌরসভার হোল্ডিং নং ১৭৫ এর অধীনে, পোঃ + থানা + এসআর অফিস নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন-৭৩১ ২২০। **সম্পত্তিটি প্রয়াত প্রফুল্ল কুমার মণ্ডলের পুত্র শ্রী চন্দন কুমার মণ্ডল (মৃত)-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তরে-** রাস্তা। **দক্ষিণে-** রাধিকা চৌধুরীর বাড়ি। **পূর্বে-** লাল্টু দত্তের বাড়ি। **পশ্চিমে-** রাস্তা।	**১) ২৫.০২.২০২৬ ২) ১৯.০৫.২০২৬ ৩) ১০,৭৬,৫২৫.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা মাত্র) **২৪.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তদুপরি **২৫.০২.২০২৬** থেকে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি।
২.	**ঋণগ্রহীতা প্রয়াত কুমারীশ মজকুরী @ শ্রী কুমারীশ চন্দ্র মজকুরী (মৃত),** পিতা- প্রয়াত শিশির কুমার মজকুরী, গ্রাম+পোঃ- আমডোল, থানা- মুরারই, জেলা - বীরভূম, পিন-৭৩১২১৯। **তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) ১) শ্রীমতী সঞ্চিতা কুরি @ সঞ্চিতা মজকুরী,** স্বামী- প্রয়াত কুমারীশ মজকুরী @ শ্রী কুমারীশ চন্দ্র মজকুরী, **২) শ্রী রাহুল মজকুরী,** পিতা- প্রয়াত কুমারীশ মজকুরী @ শ্রী কুমারীশ চন্দ্র মজকুরী, **৩) শ্রী শ্রবণ মজকুরী,** পিতা- প্রয়াত কুমারীশ মজকুরী @ শ্রী কুমারীশ চন্দ্র মজকুরী, সকলের ঠিকানা গ্রাম + পোঃ- আমডোল, থানা- মুরারই, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২১৯।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির পরিমাণ **৫ ডেসিমেল,** মৌজা- আমডোল, জে.এল নং-৫৯, প্লট নং-২৯৫৩, খতিয়ান নং ১২৩৪/২, জমির শ্রেণী-ভিটি, দানপত্র দলিল নং-৯১১/২০০৯ যা মুরারই এডিএসআর অফিসে বুক নং আই, ভলিউম নং ৩, পাতা ১৭৫০ থেকে ১৭৬৫, ২০০৯ সালের বিইং নং-০০৯৩৭ হিসেবে নিবন্ধিত, মুরারই থানার অধীনে, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২১৯। **সম্পত্তিটি প্রয়াত শিশির কুমার মজকুরীর পুত্র শ্রী কুমারীশ মজকুরী (মৃত)-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তরে-** নিজস্ব জমি, দক্ষিণে পুকুর, **পূর্বে-** নিজস্ব জমি, **পশ্চিমে-** রাস্তা।	**১) ২০.১২.২০২৫ ২) ১৯.০৫.২০২৬ ৩) ১৭,২৭,৫৫৮.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো আটান্ন টাকা মাত্র) ১৮.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং তদুপরি ১৯-১২-২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি।

তারিখ : ১৯.০৫.২০২৬
স্থান : নলহাটি (সোহারা), মুরারই
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নৈনিতালে প্রায় ১০০ ফুট গভীর খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু ৫ জনের

দেরাদুন, ২১ মে: উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। মৃতদের মধ্যে চারজন একই পরিবারের সদস্য। বৃহস্পতিবার দুপুরে তীর্থযাত্রীদের একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। গাড়িটিতে মোট ৬ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। বাকি একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ নৈনিতালের ভাওয়ালি-স্যানেটোরিয়াম সড়ক থেকে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় একটি গাড়ি। গাড়িটি দ্রুত গতিতে চলছিল বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খাদটি খুব গভীর হওয়ায় উদ্ধারকাজে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় উদ্ধারকারী দলকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গাড়িতে যে ছয় জন আরোহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ৫ জনই নৈনিতালের বাসিন্দা। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ভুপেন্দ্র সিং চুফাল (৪৮), তাঁর স্ত্রী সীমা কৈদা চুফাল (৪৫), তাঁদের ১৯ বছরের ছেলে বাসু চুফাল এবং ১২ বছরের [illegible] গাড়ির চালকের। তাঁর নাম অনুজ কুমার মিশ্র (৩৪)। তিনি উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা ছিলেন। গাড়িতে থাকা ৬ জনের মধ্যে ১ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে যেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আইপিএল ২০২৬

চেন্নাইকে সুপার কিংসকে ৮৯ রানে হেলায় হারাল গুজরাট টাইটান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল ২০২৬-এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গুজরাট টাইটান্স দুর্দান্তভাবে হারিয়ে দিল চেন্নাই সুপার কিংসকে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে গুজরাট ৮৯ রানের বড় জয় তুলে নিয়ে প্লে-অফের দৌড় আরও মজবুত করল, আর চেন্নাই কার্যত ছিটকে গেল প্রতিযোগিতা থেকে। প্রথমে ব্যাট করে গুজরাট টাইটান্সের ওপেনার শুভমন গিল ও সাই সুদর্শন দুর্দান্ত শুরু করেন। দু'জনের বড় রানের জুটি ম্যাচের ভিত গড়ে দেয়। এরপর জস বাটলার মাত্র ২৭ বলে ঝোড়ো ৫৭ রান করে গুজরাটের ইনিংসকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে গুজরাট টাইটান্স চার উইকেটের বিনিময়ে ২২৯ রান করে। বড় রান তাড়া করতে নেমে চেন্নাইয়ের শুরু থেকেই ধস নামে। পাওয়ারপ্লের মধ্যেই চারটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। গুজরাটের বোলাররা ধারাবাহিক চাপ বজায় রাখেন। বিশেষ করে মহম্মদ সিরাজ ও রশিদ খান কার্যকর ভূমিকা পালন করেন বোলিংয়ে। মাত্র ১৩.৪ ওভারেই চেন্নাই সুপার কিংসের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৪০ রানে। গুজরাট জিতে যায় ৮৯ রানে। এই হারের ফলে চেন্নাই সুপার কিংসের প্লে-অফের আশা প্রায় শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে গুজরাট টাইটান্স পয়েন্ট টেবিলের উপরের দিকে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করে ফেলল।

ভবানীপুরকে ৮ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কালীঘাট ক্লাব

তনুশ্রীর অলরাউন্ড দাপটে সিএবি মহিলা টি-টোয়েন্টির সেরা কালীঘাট

পুরস্কার মঞ্চে সিএবি মহিলা ক্লাব ক্রিকেট লিগ টি২০ চ্যাম্পিয়ন কালীঘাট ক্লাব। সঞ্চালনায় সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবি মহিলা ক্লাব ক্রিকেট লিগ টি২০ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের মুকুট উঠল কালীঘাট ক্লাবের মাথায়। বৃহস্পতিবার ২২ ইয়ার্ডস স্পোর্টিস স্কুল গ্রাউন্ডে আয়োজিত ফাইনালে ভবানীপুর ক্লাবকে ৮ উইকেটে হারিয়ে খেতাব জিতল কালীঘাট। ম্যাচের নায়িকা নিঃসন্দেহে তনুশ্রী সরকার। বল হাতে তিন উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতেও খেললেন অপরাজিত অর্ধশতরানের ইনিংস। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভবানীপুর ক্লাব ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তোলে ১১০ রান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন তৃষিতা সরকার। তবে কালীঘাটের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে বড় রান গড়তে পারেনি ভবানীপুর। তনুশ্রী সরকার ৪ ওভারে মাত্র ১৯ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন সৌমি রায় ও অদ্রিজা সরকার। দু'জনেই দুটি করে উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেট খেলতে থাকে কালীঘাট। ওপেনার তনুশ্রী সরকারের আগ্রাসী ব্যাটিং ভবানীপুরের বোলারদের চাপে ফেলে দেয়। মাত্র ৩৭ বলে অপরাজিত ৫৩ রান করেন তিনি। অন্যদিকে অদ্রিজা সরকার ৩০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। দুই ব্যাটারের জুটিতেই জয়ের ভিত গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৭.৪ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় কালীঘাট ক্লাব। ফাইনালের মঞ্চে ব্যাট ও বল, দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়ে যোগ্য দল হিসেবেই ট্রফি জিতল কালীঘাট।

নিহত পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রী হামজা

শ্রীনগর, ২১ মে: ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রী হামজা বুরহান নিহত। সূত্রের খবর, পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এ অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে সে। 'ইন্ডিয়া টুডে'-র প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। ২০১৯ সালে পুলওয়ামার ওই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। সেই হামলাকারীদের বিস্ফোরক জুগিয়েছিল হামজা, এমনটাই তদন্তে জেনেছিলেন গোয়েন্দারা। হামজা ওরফে 'ডাক্তার' আদতে পুলওয়ামার বাসিন্দা। ২০২২ সালে তাঁকে জঙ্গি বলে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাঁর শরীরে একাধিক বুলেটের আঘাতচিহ্ন মিলেছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বেশ কয়েক জন জঙ্গি হত্যার খবর মিলেছে। হামজার প্রকৃত নাম অর্জুমন্দ গুলজার দার। তার জন্ম পুলওয়ামার রতনিপোরা এলাকার খারবাতপোরায়। ২০১৭ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য কাশ্মীর ছাড়ে সে। আদতে গিয়েছিল পাকিস্তানে। সেখানে গিয়ে নিষিদ্ধ আল-বদর সংগঠনে যোগ দেয় সে। ওই সংগঠনের কমান্ডারের পদেও বসে। এর পরে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা থেকে সোপিয়ান পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে হামজা।

মেটায় গণছাঁটাইয়ের সাফাই জুকেরবার্গের

ওয়াশিংটন, ২১ মে: আমেরিকায় আবার ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নেমে এল বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মীদের উপর। এপ্রিলের গোড়ায় একটি ইমেলে একলপ্তে কাজ হারিয়েছিলেন ওরাকলের ৩০ হাজার কর্মী। বুধবার মার্ক জুকারবার্গের মেটা একসঙ্গে ছাঁটাই করল ৮,০০০ কর্মীকে। যাঁদের বড় অংশই এইচ১বি ভিসাপ্রাপ্ত বিদেশি। বৃহস্পতিবার জুকারবার্গ তাঁর পদক্ষেপের সাফাই দিয়ে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমরা জানি এটি খুব কঠিন সিদ্ধান্ত।' সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে মেটা জানিয়েছিল, কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া ২০ মে থেকে কার্যকর হবে। হয়েছেও তাই। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, সংস্থায় যে ৬,০০০ শূন্য পদে নিয়োগের পরিকল্পনা করেছিল মেটা, তা-ও বর্তমানে স্থগিত রাখছে তারা। আমেরিকার বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় গণছাঁটাইয়ের শিকারদের বড় অংশই এইচ১বি ভিসাধারী ভারতীয় নাগরিক। আশঙ্কা, কৃত্রিম মেধার (আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই) ব্যবহারের কারণে আগামী দিনে আরও বড় সঙ্কট আসতে চলেছে। প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি, কৃত্রিম মেধা পরিকাঠামো এবং ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগের কারণে খরচ কমাতে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার বেশ কিছু পদ লুপ্ত হতে চলেছে। ওরাকলের বহু কর্মীর অভিযোগ, এ বিষয়ে আগে থেকে মানবসম্পদ বিভাগের সঙ্গে কোনও আলোচনা বা ম্যানেজারের থেকে কোনও আভাস পাওয়া যায়নি। কিন্তু বহু কর্মীকে যে ছাঁটাই করা হবে তা আগেই জানিয়েছিলেন মেটা কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

নারায়ণগড়-ভদ্রক ৩য় লাইনের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের বালাসোর স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্গঠন কাজের জন্য, প্রি-নন-ইন্টারলকিং [২৯.০৭.২০২৬ থেকে ০৮.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত], নন-ইন্টারলকিং [০৯.০৮.২০২৬ তারিখে ৪ ঘন্টার (১০.০০ ঘ. থেকে ১৪.০০ ঘ. পর্যন্ত) জন্য সম্পূর্ণ ট্রাফিক ব্লক] এবং পোস্ট-নন-ইন্টারলকিং [১০.০৮.২০২৬ থেকে ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত] কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ ● **বাতিল ঃ (১) ২২৫০৪/২২৫০৩** ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৮.২৬ এবং ০৭.০৮.২৬) ● **পুনর্নির্ধারণ ঃ (১) ১২৫০৩** এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-আগরতলা হামসফর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৭.২৬, ০৪.০৮.২৬ এবং ০৭.০৮.২৬) স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) স্টেশন থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(২) ১২৫০৪** আগরতলা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৮.২৬) আগরতলা স্টেশন থেকে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(৩) ১২৫৫১** এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৮.২৬ এবং ০৮.০৮.২৬) স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) স্টেশন থেকে যথাক্রমে ২ ঘন্টা ও ৩ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(৪) ১২৫৫২** কামাখ্যা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৮.২৬) কামাখ্যা স্টেশন থেকে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(৫) ১২৫১৩** চর্লপল্লী-শিলচর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৮.২৬ এবং ০৮.০৮.২৬) চর্লপল্লী স্টেশন থেকে যথাক্রমে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট এবং ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং **১২৫১৩** চর্লপল্লী-শিলচর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৮.২৬ এবং ০৫.০৮.২৬) স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) স্টেশন থেকে যথাক্রমে ১ ঘন্টা ও ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(৬) ০৭০৩০** চর্লপল্লী-আগরতলা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৮.২৬) চর্লপল্লী স্টেশন থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে ● **নিয়ন্ত্রণ ঃ ১২৫৫২** কামাখ্যা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৭.২৬) ওই শাখায় ১ ঘন্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং. ঃ এমইডিএলপিকেপিএ২৬-২৭, তারিখ ঃ ২০.০৫.২০২৬। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইআরইপিএস -এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "চুক্তির সময়কাল শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ০২ বছরের মেয়াদের জন্য, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়াতে প্রতিদিনের ভিত্তিতে স্থানীয় বিক্রেতার থেকে ঔষধ, শল্যচিকিৎসার সামগ্রী এবং দরকারী অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহের প্রকার চুক্তি"। **প্রদেয় অর্থ ঃ** ৩,৩৫,২৫০.০০ টাকা। **ই-পিবিজি ঃ** পি.ও. মূল্যের ৫%। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য ঃ** ১,৬৭,৬২,৫০০.০০ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায়। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ (দুই) বছর। আইআরইপিএস সাইট (ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম)-এ অর্থাৎ আইআরইপিএস সাইট **https://www.ireps.gov.in** -এ টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে এবং দর হার অনলাইনে কোট করতে হবে এবং আইআরইপিএস অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**- এর মাধ্যমে অনলাইনে দাখিল করতে হবে। MED-02/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIT No. SFDC/MD/NIT-15(e) 2nd Call/2025-26

SFDC Ltd. Invites a tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work "Day to Day Preventive,Corrective & Routine Maintenance of entire Electrical Installation at Nalban Food Park, Salt Lake , Sec.-IV". Last date of (online) bid submission on 29/05/2026 up to 4.00 p.m. and date of opening technical bid on 02/06/2026 at 4.00 p.m. For details, please visit our website -www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৫৯, তারিখ ঃ ২০.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৮০-আর। কাজের নাম ঃ** "এইএন/কাটোয়ার অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২১/১/সি/ই (এমএল)-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬১৪। কাজের নাম ঃ** "ভিএসএস-এর অধীনে সকল স্টেশনে নজরদারির জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এটি বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণের" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯২,৬৩,২১৬.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৮৫,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৪১। কাজের নাম ঃ** "এইএন/নবদ্বীপধাম-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৭/এ/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২৩-আর। কাজের নাম ঃ** জামালপুর জ্যাক (ক্ষমতা ১৫ টন) এবং ওভারহেড ক্রেন (ক্ষমতা-২ টন)-এর ৩ বছরের মেয়াদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,১৪,২৮৯.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২৬,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ১০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-90/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পরীক্ষার্থীরা লক্ষ্য করুন !!

শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্রেন চলাচলে বিশেষ ব্যবস্থা

ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (ডব্লুবিজেইই-২০২৬) ও সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সাম ২০২৬-এর জন্য অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **২৪.০৫.২০২৬ তারিখে (রবিবার)** শিয়ালদহ ডিভিসনে রবিবারে চলে না এমন শহরতলির ট্রেনগুলি তাদের অন্যান্য কাজের দিনের সময়সূচি অনুযায়ী দিনের প্রথম নির্ধারিত পরিষেবা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত (যাত্রা শুরুর ভিত্তিতে) চলবে।

সকল **এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনগুলি রবিবারের সময়সূচি** অনুযায়ী চলবে, অর্থাৎ নিম্নলিখিত এসি লোকাল ট্রেনগুলি ২৪.০৫.২০২৬ তারিখে (যাত্রা শুরুর তারিখ) চলবেঃ

(১) ৩১৬৩৮/৩১৬৩৭ রাণাঘাট-শিয়ালদহ-রাণাঘাট এসি ইএমইউ লোকাল।

(২) ৩১৮৪৭/৩১৮৪৮ শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সিটি-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIT- 35 & 36 and NIeT-444(2nd Call), 573(2nd Call), 592(2nd call) & 640(2nd Call) and NIeT 24 to 34/2026-2027, Dated- 21-05-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at Malda, Dakshin Dinajpur, Nadia, Murshidabad, Purba Medinipur Jalpaiguri and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **22-05-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **05-06-2026 upto 3.00 pm.**

Date: 21.05.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/১৪, তাং. ১৯.০৫.২০২৬

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন (ওল্ড কমপ্লেক্স ও নিউ কমপ্লেক্স)-এ খুচরো বিপণি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিপত্র বন্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নং. ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-১৪। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। এসইকিউ নং. ঃ এ১/১। লট নং. এসএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসটিজিইএন-৮২-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা- স্থায়ী সাধারণ)। বিবরণ ঃ ১০ (দশ) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন (ওল্ড কমপ্লেক্স/নর্থ কনকোর্স)-এ খুচরো বিপণি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিপত্র বন্টন। এসইকিউ নং. ঃ এ১/২। লট নং এসএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসটিজিইএন-৮১-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা- স্থায়ী সাধারণ)। বিবরণ ঃ ১০ (দশ) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন (নিউ কমপ্লেক্স/সাউথ কনকোর্স)-এ খুচরো বিপণি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিপত্র বন্টন।

HWH-86/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে এটিভিএম ফেসিলিটেটর নিয়োগ

এটিভিএম-এর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্য

অ্যাপ্লিকেশন নোটিস নং. সিওএম/সিএফ/এটিভিএম-এফএসি/এইচডবলুএইচ/২৬/২ তারিখঃ ২১.০৫.২০২৬

হাওড়া ডিভিশনের স্টেশনগুলিতে বিদ্যমান অটোমেটিক টিকেট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম)-এর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্য ফেসিলিটেটর নিয়োগ করতে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিশন **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের** থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছেন। ● প্রাথমিকভাবে, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের স্বামী/স্ত্রী বা সন্তানদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করা হবে। ফেসিলিটেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ক্রম নিম্নরূপ ঃ (i) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী; (ii) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী অথবা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান (একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী কেবল মাত্র একজন ব্যক্তিকেই মনোনীত করতে পারবেন)। যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীর স্ত্রী/সন্তান না পাওয়া যায়, তবে সাধারণ জনগণের আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে। ● প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আবেদনপত্র জমা পড়লে **লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে।** ● এটিভিএম ফেসিলিটেটরের মেয়াদ **৩০.০৬.২০২৮** তারিখ পর্যন্ত। ● রেলওয়ের পক্ষ থেকে কোনো পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে না। প্রচলিত নিয়ম সাপেক্ষে, ফেসিলিটেটর বিক্রিত টিকিটের মূল্যের ৩% কমিশন পাওয়ার যোগ্য হবেন। ● **একজন আবেদনকারী শুধুমাত্র একটি স্টেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।** ● সাধারণ জনগণকে যদি ফেসিলিটেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, তবে কাজ শুরুর পূর্বে তাঁকে এনএসজি-১ ও এনএসজি-২ ক্যাটাগরির স্টেশনগুলির জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য স্টেশনগুলির জন্য ২৫,০০০ টাকা ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে জমা করতে হবে। ● একজন এটিভিএম ফেসিলিটেটরের নিয়োগ রেলওয়েতে কোনো চাকরির অধিকার প্রদান করে না। এই নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে চুক্তিভিত্তিক এবং এর ফলে ফেসিলিটেটরের রেলওয়ে চাকরিতে অন্তর্ভুক্তি, চাকরির স্থায়ীকরণ, বোনাস কিংবা রেলওয়ে পাসের সুবিধাসমূহের মতো কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার থাকবে না। ● নিয়োগের সাধারণ শর্তাবলী, প্রতিটি স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ফেসিলিটেটরের সংখ্যা, আবেদনের বয়ান, যোগ্যতার মানদণ্ড, মেয়াদ, নির্বাচন পদ্ধতি এবং কার্যপ্রণালী ইত্যাদি টেন্ডার ফর্মে পাওয়া যাবে এবং তা ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in**-এর 'টেন্ডার' ট্যাব থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং এটি **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে**-এর কার্যালয়, **ডিআরএম বিল্ডিং (২য় তলা), রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১** থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। ● সিল করা খামটি সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ের কার্যালয়ে এই উদ্দেশ্যে রাখা বাক্সে ফেলতে হবে। **ডাকযোগে প্রাপ্ত আবেদন সরাসরি বাতিল করা হবে।** ● **গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ ঃ** ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র প্রকাশ এবং ডাউনলোড শুরু হবে **২১.০৫.২০২৬ তারিখ বিকাল ৬টা ৩০ মিনিট** থেকে। **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিশন**-এর কার্যালয় থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং **আবেদনপত্র জমা শুরু ঃ ২২.০৫.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৬.২০২৬ তারিখ, বেলা ১২টা ১৫ মিনিট। **আবেদনপত্র খোলার তারিখ ঃ** ১১.০৬.২০২৬ তারিখ, বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

eNIQ No. 02 of 2026-27 of Assistant Chief Engineer (Mechanical), R & BRI, P.W. (Roads) Directorate. is being invited by the undersigned for "Supply, installation/commissioning, trials & training (as applicable), of laboratory Instrument/Equipment/Apparatus, for the office of the Chief Engineer & Director, Road & Building Research Institute, P.W. (Roads) Directorate. Tender ID : 2025_WBPWD_5014263_1. Bid submission end date : 08-06-2026 at 11:00 Hrs. Sd/- Assistant Chief Engineer (Mechanical), Road and Building Research Institute, P.W. (Roads) Directorate.

ICA- T8317(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL HOUSING BOARD
ABRIDGE NOTICE

Tender in Two enveloped system in prescribed form of West Bengal Housing Board as given in web site of W.B.H.B. and **https://wbtenders.gov.in** are invited by the Deputy Director (EW)-II of WBHB for "1. Supplying the official stationary Goods to the WBHB for the time period from 15th June 2026 to 31st March 2027 & 2. Supplying the official Printing Materials to the WBHB for the time period from 15th June 2026 to 31st March 2027". NIeQ No: WBHB/DD (EW)-II/NIeQ-01/2026-2027. Last Date of closing bid submission 03.06.2026 at 02.00 PM. All particulars and any information & Corrigendum if any, will be published in E-Tendering Website i.e. **https://wbtender.gov.in** website only.

ICA- T8268(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD e-NIT

Executive Engineer (A-I), Bolpur (A-I) I & P Division, WRDD invites e-tenders for Execution of balance work for 'Installation of 2 nos. new clustered each consisting 6 nos. LDTW(solar) with PVC pipe at Mouza- Derpur, Block Sainthia & at Mouza-Amdhara, Block- Bolpur Sriniketan in the district of Birbhum under RIDF-XXX Trance; vide e- NIT No 01 & 02/RIDF-XXX//WRDD/EE(A-I)/ BOLIP/2026-27; Tender IDs 2026_WRDD_ 1024906 & 2026_WRDD_1024916; Estimated amounts put to tender Rs. 53,57,501/- & Rs. 42,21,047/- **Last date and time of Bid submission 05.06.2026 at 04.00 P.M.** Interested bidders are requested to visit the website **http://wbtenders. gov.in** for details. Sd/- Executive Engineer (A-I) Bolpur(A-I) I & P Division, Birbhum.

ICA- T8273(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer North Kolkata Health Electrical Sub-Division, P.W.D, invite online e-Tender for the work of "Shifting, Re-orientation and Replacement of Existing Ductable AC Outdoor Unit at Dr. B. C. Roy PGIPS" WBPWD/AE/NKHESD/NIQ- 04/Q of 26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014283_1. Bid Submission Closing date (Online): 01.06.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB DIVISION.

ICA- T8323(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Supply, Installation, testing & commissioning of passenger lift and allied Electrical Installation work at front side of Bhabani Bhawan Main Building, Alipore, Kolkata-27---EI work." eNIT No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-07/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014301_1. Bid submission start date (online): 30.05.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 08.06.2026 upto 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division

ICA- T8342(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE-VI/T-01 of 2026-27

e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-VI/SWTP, W & S Sector, KMDA, Chowdhury Para Lane, Serampore, Hooghly, from eligible and resourceful contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Roof Treatment, M.S. steel sheathing arrangement for extended portion of balcony alongwith preventative maintenance works of D-type Staff Quarter cum office building of O&M-1C, Div-I at Chowdhurypara Lane under 20 MGD Serampore Water Treatment Plant., Rs. 3,31,417/-, Rs.6,630/-, 30 days, **End date & time of Online Bid submission: 29.05.2026 upto 16:00 hrs.,** for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-06), **www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in**

ICA- T8295(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-340/2026; Dated-19/05/2026

Setting up the establishment of District Integrated Public Health Laboratory (DIPHL) at Basirhat Health District, North 24 Parganas - Fire Detection System Work, 4th Call. Last date of submission of bid (online) - 01/06/2026 up to 3.00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 22/05/2026 at 5.00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL & Additional Secretary to the Govt. of West Bengal

ICA- T8258(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
eNIQ No. 01/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD

Assistant Engineer, Assembly House Elect. Sub. Divn. Invites e-tender vide Tender ID : 2026_WBPWD_5014271_1 from resourceful contractors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 15/01/25 till 04:00 P.M. For further details please login **http://wbtenders.gov.in** Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of W.B.

ICA- T8320(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 02/EE/O&M-IA/W&S/ KMDA/2026-27

Online tender is invited by The Executive Engineer, Division-O&M-IA, W&S Sector, KMDA, 3rd Floor, HIT (Annex) Building, Howrah Maidan, Howrah-711101, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firm / company / individual contractor, for the work, **Name of the Work, Cost of work, Earnest Money, Time of Completion,** Surging & development of (300x200) mm dia DTWs at Badamtala PHs along with repairing pump house, cutting jungles and bushes of pump house premises under S.J.B FAWS scheme., Rs.1,65,452/-, Rs.3,310/-, 30 days, **End date & time of Online Bid submission: 08.06.2026 (Up to 17.00 hrs.),** for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-18) www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in**

ICA- T8307(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 01/SE(Cons.)/ E&AM/KMDA of 2026-27

Online tender is invited by the Superintending Engineer, Construction Circle, E&AM Sector, KMDA, Block-A, 8th Floor, Unnayan Bhavan, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafied, eligible and experienced firms / companies / individual contractors /Joint **Ventures / Consortium, for the work, Name of Work, Estimated Amount** (Including 18% **GST &1% Labour cess), Earnest Money, Time of Completion,** Construction of proposed Urban Primary Health Centre (U-PHC) at Ward No.-31, Sailendra Prosad Sishu Uddyan within North Dum Dum Municipality., Rs.89,58,229/-, Rs.1,79,165/-, 09 Months, **Last date & time of Online Bid submission: 02.06.2026 Time: 14.30 hrs.,** for details contact the above office or visit both websites.**(KMDA-01) www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in**

ICA- T8309(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/MD-III/ NIT-01 of 2026-27

Online Tender is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-III, E-M Sector, KMDA, 1, R.N. Tagore Road, Kolkata-700076, from any contracting firms, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Repairing, servicing & installation of 1 no. compressor (Capacity- 40 m3/hr., 7.5 HP motor) including supply of necessary spares under 30 MGD BKWTP (Ph.-I)., Item rate (to be quoted by the Bidder), Rs.4,500/-, 10 days from the date of handing over the site, **End date & time of Online Bid submission: 03.06.2026 at 14.00 hrs.,** for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-21), www.kmda.wb.gov.in www.wbtenders.gov.in**

ICA- T8364(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) SITC of Panic Alarm System for Oral Surgery Department (6th floor) in new campus of Dr R Ahmed Dental College and Hospital, Kolkata. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-05/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5014291_1. Bid submission end date (online) for the job is 04/06/2026 upto 14.00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W.Dte.

ICA- T8345(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT (Online) No:- 01 Sl.-1 of AE, PWD, Berhampore Sub-Division-II of 2026-2027

Name of Works (Sl. No. 01)- Periodical cleaning of Surface Drain, Water Tank and inside area of Berhampore Mental Hospital campus under Berhampore Division No.II, P.W.D. during the year of 2025-26, NIeT No. 01 (Sl. No. 1) of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014299_1. Bid Submission start date (Online):- 23.05.2026 at 11.00 A.M. Bid Submission Closing date (Online):- 01.06.2026 upto 3.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Berhampore Sub-Division-II

ICA- T8356(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites online e-tender for the work of "Day to day operation of 8 [Eight] Nos Lifts [2 nos. 20 passenger lifts at Administrative Building; 1 no 13 Passenger Lift & 1 no 8 passenger Lift at Central Library , 4 no 8 Passengers lift at Academic Building I & II] of S. K. B. University, Purulia ." e-NIQ No. 09 of 2026-2027, Tender Id:- 2026_WBPWD_5014314_1. Bid submission start date [online]:- 25-05-2026 from 10:00 a.m. Bid submission closing date [online]:- 02-06-2026 from 2:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbtenders.gov.in Sd/- M. Biswas Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

ICA- T8361(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. : EE(E/M)/JNNURM-II/T-01 of 2026-27

Online two-part above/below percentage basis e-tender is invited by the Executive Engineer(E/M)/JNNURM-II, E/M Sector, KMDA., 6th Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of completion,** Lifting, Overhauling, Repairing, Testing and Commissioning of two nos. 3 phase induction motor for backwash pump having capacity 90 KW (make: Crompton Greaves, rpm-1470, bay no. 2 & 3) and some allied works located inside annex building of 30 MGD WTP, Padmapukur, Howrah under JNNURM-II division, EM sector, KMDA., Rs.3,90,302/-, Rs.7,806/- Note: Excess amount (If tenderer quote above the **estimated value** to be deposited before issuing of work order), 15 days, **Last date & time of Online Tender submission**: 28/05/2026, 14:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-10), www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in**

ICA- T8299(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

SERVICE CONTRACT FOR REPLACEMENT & ROTATION OF DRY ASH CONVEYING PIPELINES & BOTTOM ASH SLURRY PIPELINES DURING U#2 O/H UNDER AHP-MM, STG.#1, SGTPP

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5443, Dtd: 19/05/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4049/26-27 Dtd: 12/05/2026

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for **"Service Contract for Replacement & Rotation of Dry Ash Conveying pipelines & Bottom Ash Slurry pipelines during U#2 O/H under AHP-MM, Stg.#1, SgTPP." Tender Document Download Start Date:** 25/05/2026 at 10.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 01/06/2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T8280(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404**, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং

একদিন বায়োস্কোপ

ভারতীয় সিনেমার ভাষা বদল করেন ঋত্বিক ঘটক

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

আক্ষরিক অর্থেই ভারতীয় সিনেমার ভাষা বদলে দিয়েছিলেন তিনি , প্রচলিত বাস্তববাদী আখ্যান ত্যাগ করে সিনেমাকে বিনোদন এবং হলিউডের প্রভাবের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন । তিনি, ঋত্বিক কুমার ঘটক। জীবদ্দশায় খুব একটা স্বীকৃতি না পেলেও পরে যিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি । পঞ্চাশ বছরের জীবনে তিনি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা করেছেন আটটি, তাঁর সিনেমার প্রভাব উপমহাদেশ তো বটেই, ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। বার্গম্যান , বুনুয়েল, তারকোভস্কি এবং কিয়ারোস্তামির সাথে তুলনা করা হয় তাঁকে ।

ঋত্বিক কুমার ঘটক ছিলেন তার সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা একজন দূরদর্শী নির্মাতা যিনি প্রথমবারের জন্য দেখিয়েছিলেন, সিনেমার ক্যামেরা কেবল এক নির্বাক যন্ত্র হতে পারে না বরং তার অবচেতনে সে হতে পারে একইসাথে ভাষ্যকার, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমালোচক , কবি বা সাহিত্যিক। ক্যামেরার সার্থকতা শুধুমাত্র কিছু চরিত্রের জীবনের অদেখা দিকগুলো তুলে ধরা নয়, মানুষের বেঁচে থাকার সহজ উপাদানের যোগান দেওয়াতেই তার আসল সার্থকতা । মূলত সামাজিক বাস্তবতা, দেশভাগ এবং নারীবাদের সূক্ষ্ম চিত্রায়নের জন্যই স্মরণীয় হয়ে উঠেছিলেন ঋত্বিক। তিনি বলতেন, 'Cinema is a weapon– a powerful weapon in the service of truth.' এই সত্যানুসন্ধানের উপরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর সিনেমায় একদিকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছিলেন দেশভাগের যন্ত্রণা, তেমনই মানুষের নির্বাসনের সাথে মিথ, লোককথা, ইতিহাস ও রাজনীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে বদলে দিয়েছিলেন সিনেমার প্রচলিত ভাষা । যখন অন্য সব চলচ্চিত্র নির্মাতারা মেলোড্রামা থেকে দূরে সরে গিয়ে সূক্ষ্ম আবেগ প্রকাশে পশ্চিমের পথ অনুসরণ করছিলেন, ঋত্বিক সেখানে ছিলেন পুরোপুরি স্বতন্ত্র এক পরিচালক । ভারতীয় মেলোড্রামাকে ফোক, ক্ল্যাসিক্যাল, পুরাণ আর জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে নতুন রূপ দিয়েছিলেন তিনি , প্রচলিত নিয়ম ভাঙার সাহস দেখিয়ে সিনেমাকে দিয়েছিলেন নতুন ভাষা ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন কখনও ছিল না তাঁর । অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবন এই মানুষটি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন । হয়তো এই কারনেই ডানপন্থীরা তাঁকে এড়িয়ে চলতেন । গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে উঠে আসা এক কমিউনিস্ট-সোশ্যালিস্ট লেখক-নাট্যকর্মীর সিনেমাকে মান্যতা দিতে চাননি কেউই। যতদিন বেঁচেছিলেন , ততদিন কেউই তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি, বরং সমালোচনা ও আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে তাঁকে, বারংবার । দীর্ঘদিন কর্মহীন অবস্থায় ছিলেন, প্রায় অকালে চলে যাবার মুহূর্তেও তার প্রতি কোনো রকম মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে বাংলার তরুণ প্রজন্মের একদল মানুষ তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন আর তিনি হয়ে ওঠেন বাংলা সিনেমার কিংবদন্তি পরিচালক।

অথচ, সেই পরিচালকেরই জীবনের প্রথম সিনেমাটি তাঁর জীবদ্দশায় মুক্তির পথ দেখেনি। ১৯৭৭ সালে ঋত্বিকের মৃত্যুর পরে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিক' , যে ছবি তৈরি হয়েছিল ১৯৫২ সালে ।

অনেকেই বলেন , ঋত্বিকের প্রথম ছবিটি যদি তৈরির পরেই মুক্তি পেত তাহলে ঋত্বিক এই উপ মহাদেশে চলচ্চিত্রে পথিকৃতের সম্মান পেতেন। ঋত্বিক' মহানগর' নির্মাণ করেছিলেন যখন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাতাশ বছর। তার আগের বছরেই তিনি আইপিটিএর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন । তার আগে 'শনিবারের চিঠি', গল্পভারতী' 'দেশ' পত্রিকায় সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি গল্প লিখে ফেলেছেন তিনি । গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নাটক লেখা ও অনুবাদের কাজও করছিলেন নিয়মিত । চারপাশে তখন দ্রুত বদল ঘটছে । যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন সামনে থেকে দেখেছেন । খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বেশিরভাগ গল্পেই উঠে এসেছিল দেশভাগের কথা, দেশভাগের ফলে দুই বাংলার ঘরছাড়া মানুষের কথা।

তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিক'ও ছিল বামপন্থী রাজনীতির মতাদর্শে সোচ্চার একটি সিনেমা । বেকার যুবক রামুর ঘর বাঁধার স্বপ্ন ছিল সেই ছবিতে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর সঙ্গে ঋত্বিক দেখেছিলেন, কীভাবে চিরকালের চেনা মাতৃভূমি চোখের নিমেষে অচেনা হয়ে ওঠে। এই ছবিতে উমা ও রামুর দেশভাগ পরবর্তী কলকাতায় এক ভবিষ্যতের ঘর বাঁধার স্বপ্নে তাঁর ফেলে আসা অতীতের স্মৃতিই ভেসে ওঠে । কিন্তু, সরকারি হস্তক্ষেপ সেই সময়ে 'নাগরিক' কে মুক্তির পথে বাধা দেয় ।

কয়েক বছর পরে সেই ঋত্বিকের হাত ধরেই আসে 'অযান্ত্রিক'। এই ছবিই ঋত্বিকের একমাত্র ছবি যার প্রশংসা সবাই করেন । 'অযান্ত্রিক' সরাসরি দেশভাগের ক্ষত বহন না করেও বৃহত্তর বিহারের প্রাকৃতিক পটভূমিতে আধিপত্য বিস্তারকারী সভ্যতার সংজ্ঞার বিপক্ষে গিয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও যন্ত্রের সম্পর্ক ঘিরে আবর্তিত হয়। এরপরে একে একে তৈরি হয় 'মেঘে ঢাকা তারা' ,'কোমল গান্ধার', 'সুবর্নরেখা'। তিনি জানতেন শিল্প আপাত সত্যের প্রতিরূপ নয় বরং তা আমাদের পৌঁছে দিতে পারে প্রকৃত সত্যের কাছে। আইপিটিএর কর্মী হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্পই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে । তাঁর কাছে শিল্প ছিল সমাজবদলের হাতিয়ার, রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর অস্ত্র। তিনি প্রমাণ করেছেন যে সিনেমা কেবলমাত্র কাহিনীর বিন্যাস হতে পারে না , এটি সময় , নিস্তব্ধতা ও দর্শনের এক শিল্প। সিনেমায়, হলিউডি ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন একান্ত নিজস্ব এক সিনেমার ভাষা ।

তিনি বারেবারে বলেছিলেন, দেশীয় ঐতিহ্য ও মহাকাব্য না জানলে তাঁর ছবি বুঝতে পারা বা অনুভব করা কঠিন হয়ে পড়বে। কারন তিনি যত বড় চিত্রপরিচালক ছিলেন , তার থেকেও অনেক বড় একজন দার্শনিক ছিলেন । তাঁর ছবিতে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ফিরে এসেছে বারেবারে । আসলে, ঋত্বিক দেশভাগকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। নিজের দেশ ছেড়ে আসার যন্ত্রণা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি তিনি।

হয়তো এই কারনেই তাঁর সিনেমায় দেশভাগের সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এইপারে দেশভাগ পরবর্তী সময়ের মানুষের সংকট। মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার ও সুবর্ণরেখা যার অন্যতম উদাহরণ হতে পারে । আমৃত্যু তিনি দেশের মাটির প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন । নেতাদের নিজেদের স্বার্থে জোচ্চুরি করে দেশভাগকে তিনি মেনে নিতে পারেননি । যেমন ভুলতে পারেননি শেকড় হারানোর যন্ত্রণা ।

ঋত্বিকের সবথেকে জনপ্রিয় ছবি অবশ্যই ' মেঘে ঢাকা তারা' । এই ছবিতে দেখা যায় পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ নীতার পারিবারিক দায়িত্ব নেওয়াকে ভালো চোখে দেখেনি কেউ । তাই তার বিসর্জন অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার মুখে ' দাদা আমি বাঁচতে চাই ' এই সংলাপটি আসলে একধরনের আর্তনাদ। জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষার কি প্রবল অভিব্যক্তির প্রকাশ ছিল এই সংলাপ ! ছিন্নমূল মানুষের অচেনা জমিতে পুনর্বাসনের পর , বেঁচে থাকার জন্য যে অর্থনৈতিক লড়াই, নীতি, আদর্শ এবং বিবেকের যে লড়াই তাঁর ছবি ফুটে উঠেছিল এই ছবিটিতে। দেশভাগের যন্ত্রণা, ক্ষত-বিক্ষত জীবনের অসহায়তা, একমুঠো খাবারের জন্য আত্মসমর্পনের কাহিনী এবং এই সবকিছুর প্রতি ঘৃণা সব মিলিয়ে এক কঠিন সময়ের দলিল ছিল এই ছবি।ঋত্বিক বলেছিলেন, 'ছবি তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভালো করা। মানুষের ভালো না করতে পারলে কোন শিল্পই শিল্প হয়ে দাঁড়ায় না। ছবি যখন তৈরি করতে যাই তখন নজর রাখতে হয় মানুষের দিকে। তাৎক্ষণিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কোনদিকে যাচ্ছে সেটার দিকে তাকাই। এবং টু দি বেস্ট অফ মাই এবিলিটি, আমি সেটাকে বলার চেষ্টা করি । আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমার দেশের মানুষ। আমার আর কিস্যু নেই।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমার শিল্পীজীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে সংগ্রামকে শিল্পীজীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুলতে হয়।' সিনেমা করার জন্য কোনো সুযোগ সুবিধা তিনি কখনই পাননি। কম বাজেটের মধ্যে, খুব কষ্ট করে তিনি সিনেমাগুলো তৈরি করেছিলেন । বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন সিনেমার জগতে একজন স্ট্রাগলিং ফাইটার। ব্যক্তিজীবনে কিছুটা বেপরোয়া ও এলোমেলো হলেও, শিল্পসৃজনে তিনি ছিলেন আপসহীন এক আবেগী সত্তা। আর এই ব্যক্তিত্বই ঋত্বিক ঘটককে ধীরে ধীরে পরিণত করেছিল কিংবদন্তিতে।

সারা জীবনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা এই মানুষটির জন্ম হয়েছিল ঢাকার জিঞ্জিরাবাজারের ঋষিকেশ দাস লেনের ঝুলনবাড়িতে। তাঁর বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক ছিলেন সেই সময়ের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সুরেশ চন্দ্র আদতে ছিলেন পাবনার লোক। কিন্তু কর্মসূত্রে তিনি থাকতেন ঢাকায়। ঋত্বিকের জন্ম হয়েছিল সেখানেই । বাবার বদলির চাকরি সূত্রে তাঁর স্কুলজীবন শুরু হয়েছিল ময়মনসিংহে। বাবা কর্মজীবন শেষে রাজশাহীতে বসবাস শুরু করেন । সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা । ঋত্বিকের শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল এই রাজশাহীতেই। বাড়ি থেকে কয়েকবার পালিয়েছেন। কানপুরে টেক্সটাইল বিভাগে কিছুদিন চাকরিও করেছেন। সব শেষে কানপুর থেকে বাড়ির লোকজন তাঁকে ধরে নিয়ে আসেন। মাঝে বছর দুয়েক পড়াশোনা থেকে দূরেই ছিলেন । পরে, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে পাস করেন আই এ । দেশভাগের সময় তাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৪৮ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম এ কোর্স শেষ করেও নাটকের টানে পরীক্ষায় আর বসেননি। ঋত্বিকের পারিবারিক আবহ ছিল অসাধারণ সৃজনশীলতার। বাবা কবিতা, নাটক লিখতেন, গান গাইতেন। মা ইন্দুবালা দেবী পিয়ানো বাজাতেন। বড় দাদা মণীষ ঘটক ছিলেন কল্লোল যুগের খ্যাতিমান কবি তথা সাহিত্যিক, ইংরেজির অধ্যাপক, সমাজকর্মী। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ও তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মেজ দাদা সুধীশ ঘটক ছিলেন বিলেতে সিনেমাটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা করা টেলিভিশন এক্সপার্ট। সিনেমায় ক্যামেরাম্যান ও পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। একসময়ে বিমল রায় প্রোডাকশনস এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এসবের সুবাদে স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক, সিনেমা পরিচালকের নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁদের বাড়িতে । অন্যান্য ভাই বোনেরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছিলেন। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন তাঁর বড় দাদার মেয়ে ।

পরিবারের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল ঋত্বিকের জীবন জুড়ে । শুধু সিনেমা নয় , তাঁর লেখা গল্প, প্রবন্ধ, নাটকেও এই ঐতিহ্য ছিল প্রবহমান । ছোটবেলা থেকেই তিনি নিজেকে গড়েছেন, ভেঙেছেন । তিনি গল্প,প্রবন্ধ লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, নাটকে অভিনয় করেছেন, রাজনীতি করেছেন, গননাট্যের কর্মী হয়েছেন, পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা ও করেছেন , নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র। শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের জন্য লড়াই করেছেন আজীবন। লেখা, মঞ্চ, সেলুলয়েড ছিল তাঁর এই লড়াইয়ের হাতিয়ার ।

কিন্তু, বহুমুখী প্রতিভার অনন্য অধিকারী এই মানুষটি ব্যক্তি জীবনে ছিলেন একেবারেই নিঃসঙ্গ । জীবনের শেষপর্যায়ে কোনো বন্ধু বান্ধবই সঙ্গে ছিল না , সঙ্গে ছিলেন না স্ত্রীও। মদে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন । দূরে চলে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক সঙ্গী সাথীরাও। নিদারুণ অর্থ কষ্টে ও মানসিক অবসাদে ক্লান্ত মানুষটি ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মারা যান ।

সত্যজিত রায়, মৃণাল সেনের মতো পরিচালকেরাও স্বীকার করেছেন, ঋত্বিক ঘটক তাঁর জীবদ্দশায় যোগ্য সম্মান পাননি । বুকভরা যন্ত্রণা নিয়েই তিনি চলে গিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে, বিষাদের এক অতলান্ত গভীরতাকে সামনে রেখে ।

অন্য মাত্রার অ্যাডভেঞ্চার 'সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধন'

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে গুপ্তধন নিয়ে গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্রের শেষ নেই। ট্রেসার হান্টিং বললেই কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার অনুভূতি অচিরেই মনের মধ্যে জেগে ওঠে। মনের কোনায় উঁকি দেয় শত সহস্র বাধা-বিপত্তি পার করে অবশেষে সোনখানি মনিমুক্তর খোঁজ পাওয়া এবং তা জয় করে ফিরে আসার দৃশ্য। হোক না সে দৃশ্য কল্পনার তবুও বাস্তবে মন কিন্তু আমাদের রোমাঞ্চিত হয়। তবে এখানে যে গুপ্তধনের গল্পের কথা বলব সেই গুপ্তধনের গল্প রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধনের গল্প নয় কিংবা হেমেন্দ্র কুমার রায়ের বিমল কুমারের ও যকের ধন এর গল্প নয়। এই গল্প পরিচালক ধ্রুব ব্যানার্জীর সোনাদা আবির এবং ঝিনুক এর গুপ্তধনের খোঁজ কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সম্প্রতি সিনেমায় মুক্তি পেয়েছে ধ্রুব ব্যানার্জি পরিচালিত সোনাদা, আবির ও ঝিনুকের সিনেমা, 'সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধন'। এটি পরিচালকের পরিচালনায় এই সিরিজের চতুর্থ নম্বর ছবি। এর আগের ছবিগুলি অর্থাৎ গুপ্তধনের সন্ধানে, দুর্গেশ ঘরের গুপ্তধন এবং কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং সিনেমা হল গুলিতে রমরমিয়ে চলেছিল।

এই গল্পে দেখা যায় হিস্ট্রির প্রফেসর সুবর্ণ সেন অর্থাৎ সোনাদা আবারও আবির এবং ঝিনুকের সাথে একত্রিত হয়ে গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে সুন্দরবনে যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে গুন্ডা দশানন। লোক কাহিনী এবং মনসামঙ্গলের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন এই ছবিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। মনসামঙ্গল এর আখ্যানের সূত্র ধরেই সুবর্ণ সেন ঝিনুক এবং আবিরের সহযোগিতায় গুপ্তধনের সন্ধানে পায় এবং তা উদ্ধার কার্যে অবতীর্ণ হয়।ছোটবেলা থেকে যে সমস্ত গুপ্তধনের গল্পগুলো শুনে এবং দেখে বড় হয়েছি তার থেকে এই গল্প একটু আলাদা। এই গল্পে মানুষের স্বাদ রয়েছে। মানুষের সমাজের সাথে মিশে রয়েছে এই সিনেমার গল্প। প্রাচীন লোকো কথার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং মনসামঙ্গলের কাব্যের ইতিহাস এই সিনেমার মাধ্যমে দর্শকরা অনেকটাই জানতে পারে। গুপ্তধনের হেঁয়ালির ছন্দ পথনির্দেশ এই সবগুলির সাথেই সাথেই লোককথা এবং মনসামঙ্গল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে।

সিনেমাটি শুরু হওয়ার আধঘন্টা পর সোনাদার দেখা মেলে, সোনাদা খোঁজ পায় সুন্দরবনের সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধনের। মুহূর্তে খবর পৌঁছে যায় তার দুই অত্যন্ত স্নেহের সহকর্মী ঝিনুক এবং আবিরেরর কাছে। তিনজনে নেমে পড়ে ধাঁধার সমাধান করতে সুন্দরবনের প্রাণী ঘেরা অরণ্যে। গল্পের শেষে তাদেরকে বাঘের মুখোমুখি হতেও দেখা গিয়েছে। সিনেমায় দেখানো বাঘটি গ্রাফিক্স দ্বারা নির্মিত হলেও নির্মাণ শৈলীর অনন্যতায় সেটি আসল বাঘের মতোই মনে হচ্ছে। চলচ্চিত্রটির শেষে সোনা দা, আবির আর ঝিনুক দুরদণ্ড প্রতাপ গুন্ডা তথা দালাল দশাননের সাক্ষাৎ পায় এবং দশানন তার চেলা-চামুন্ডা দিয়ে তাদেরকে বিপদে ফেলে। সব শেষে কি সুবর্ণ সেন আবির এবং ঝিনুক পারবে দশাননকে পরাজিত করে সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধন উদ্ধার করে সরকারের হাতে তুলে দিতে? জানতে হলে অবশ্যই দেখে ফেলুন ধ্রুব ব্যানার্জি পরিচালিত এই অসাধারণ চলচ্চিত্রটি নিকটবর্তী সিনেমা গুলিতে দশানানের প্রত্যাবর্তন এই ছবিতে দর্শকদের জন্য একটি অসাধারণ উপহার এবং এই চরিত্রটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিচালকের প্রশংসা প্রাপ্তি অবশ্যই কাম্য। চরিত্রটি ঠিক যেন সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের মগনলাল মেঘরাজ এর মত কিংবা বলা বাহুল্য দশানন চরিত্রটির সাথে অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে শার্লক হোমসের প্রফেসর মরিয়াটির।

ছবিতে অভিনয় করেছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী, ইশা সাহা, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং রজতাভ দত্ত।সোনাদার ভূমিকায় আবির চট্টোপাধ্যায় এই সিরিজের আগের ছবিগুলোর মতোই সপ্রতিভ। এই সিনেমাতে তার তীক্ষ্ণ অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। তার অভিনয় দক্ষতা বারে বারে প্রমাণ করে দিয়েছে যে তিনি অভিনয়ের খুঁটিনাটি মেনে চলেন এবং তার নিখুঁত অভিনয় দর্শকদের উপহার দেয়। এই সিনেমায় এর আগেরগুলি থেকে আবির চট্টোপাধ্যায় কে আরো বেশি ক্ষুরধার এবং সৌম্য ব্যক্তিত্বের দেখানো হয়েছে। ঝিনুকের চরিত্রে ইশা সাহা কে বেশ মিষ্টি লাগছে। তার আর অর্জুন চক্রবর্তী খুনসুটি এই সিনেমাতে অন্যান্য সিরিজ গুলির মত দর্শকদের চোখে পড়বে যা দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য যথেষ্ট। আবির এবং ঝিনুকের যুগলবন্দী আবারো দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে।ঝিনুক চরিত্রটি এখানে আরও স্মার্ট। প্রচন্ড বুদ্ধিমতী হয়ে গেছে সে এখন। এর আগের এতগুলো অভিযান করে ফেলার পর তার অভিজ্ঞতার ভান্ডারও পরিপূর্ণ। এই ছবিতে তাকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। ইশা সাহা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রটিকে অভিনয় করে ফুটিয়ে তুলেছে। আবিরের চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তীকে আরও বেশি পরিণত লাগছে এই গল্পে। তার কমিক রিলিফ, দুর্দান্ত অ্যাক্টিং এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বাচনভঙ্গি এই সিনেমার সাথে একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছে। সমস্ত কিছু মিলেমিশে যেন তার এক নতুন দিক প্রতিষ্ঠা করেছে।তবে সিনেমাটির একটি নেতিবাচক দিক হলো সিনেমার গল্পটি দেখতে দেখতে শেষে কি হতে চলেছে বা কি হতে পারে সেটা অনায়াসেই আন্দাজ করতে পারা যায়। এটা দর্শকদের এক্সাইটমেন্টে একটু হ্রাস টানতে পারে। এছাড়া পার্শ্বর চরিত্রগুলিও বেশ ভালোভাবেই তাদের অভিনয় শৈলী দিয়ে চলচ্চিত্রটিকে জমজমাট করে তুলেছে।

ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিসার্চ দক্ষতা এই সিনেমার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। তার যে অনায়াস পরিচালন দক্ষতা এবং ইতিহাসের পাতায় যে নিত্য বিচরণ রয়েছে তা তার এই গল্পের অসাধারণ পরিচালনার মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হয়েছে।কৌশিক গাঙ্গুলীর অভিনয়ও আকর্ষণীয়। তার ডায়লগ ডেলিভারি এবং সঠিক অভিনয় ক্ষমতা দর্শকদের নিঃসন্দেহে অকৃত্রিম মুগ্ধতা প্রদান করতে সক্ষম।।

অসাধারণ সংলাপ এবং চিত্রনাট্যের ওপর নির্মিত চরিত্রগুলি সিনেমা হলে দর্শকদের বেশ টানটান উত্তেজনা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘরানার ছবি তো বটেই তার সাথে এই ছবি পারিবারিক ছবি ও হয়ে উঠেছে। সৌমিক হালদারের দুর্দান্ত সিনেমাটোগ্রাফি এই সিনেমায় চমক নিয়ে এসেছে। তিনি সুন্দরবনের অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তথা নদীকে খুব সুন্দর ভাবে ফ্রেমবন্দি করেছেন।প্রথম দিকে গল্পটি ধীর গতিতে অগ্রসর হলেও চলচ্চিত্রটির দ্বিতীয়ার্ধে রহস্য টানটান ভাবে মোর নিয়েছে এবং বিভিন্ন মোচরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

গুপ্তধনের সন্ধানে সিনেমার এই দশানন চরিত্রটিকে আবার দেখা গিয়েছে এই শব্দ সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধন সিনেমায়। চরিত্রটি যেন পূর্বের তুলনায় আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। রজতাভ দত্তের অভিনয় নিয়ে আলাদা করে বলার দরকার নেই অন্যান্য সিনেমার মতো এই সিনেমাতেও তিনি প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। দশানন চরিত্রটি আগে থেকেও বড় ভয়াল এবং জাত ক্রিমিনাল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এই সিনেমায়। গুপ্তধনের সন্ধানের মত এই ছবিতেও দশাননের লোভ গিয়ে পড়েছে সুন্দরবনের অধিষ্ঠিত সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধনের ওপর। সোনাদা আবির ও ঝিনুক এই চরিত্রটি কে কিভাবে পরাজিত করবে সেটাই এই চলচ্চিত্রটির দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। সিনেমার রান টাইম দু'ঘণ্টার মতো হলেও দু'ঘণ্টাতেই রয়েছে টানটান উত্তেজনা এবং রহস্য যা প্রতি পদক্ষেপে দর্শকদের রোমাঞ্চিত করেছে।ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় এর পরিচালনায় নির্মিত 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' একটি চমৎকার পারিবারিক অ্যাডভেঞ্চার মুভি। সোনাদা, আবির ও ঝিনুকের রোমাঞ্চকর সুন্দরবন অভিযান এবং মনসামঙ্গলের আখ্যানের মেলবন্ধন দর্শকদের দারুণভাবে মনোরঞ্জন করেছে। অ্যাডভেঞ্চার এর গল্প উপভোগ করার জন্য অনায়াসী দর্শকরা দেখে নিতে পারেন। ধ্রুব ব্যানার্জি এই গুপ্তধন মূলক সিনেমাটি অন্যান্য গুলির থেকে একটু আলাদা যেখানে সোনাদা আবির ও ঝিনুককে দর্শক মন্ডলী নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে পারবে। শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই নয় আট থেকে ৮০ সকলেরই উপভোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সিনেমাটি। এই সিনেমার আরোহ সংগীত এবং স্পেশাল এফেক্ট যথেষ্ট নজরকাড়া। আবহাওয়া সংগীত রচনা করেছেন সংগীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ বেশ আটোসাটো। সংলাপের সামঞ্জস্য চরিত্রগুলোকে যথেষ্ট সুন্দরভাবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। ভিএফএক্স এর কাজ এই ছবিতে খুবই বাস্তবচিত্ এবং এই কাজটি করা হয়েছে এস ভি এফ স্টুডিও এবং ফোর্থ ডাইমেনশন স্টুডিওর যৌথ প্রচেষ্টায়। সব মিলিয়ে পরিশেষে বলা চলে 'সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধন'একটি সুন্দর কমার্শিয়াল অ্যাডভেঞ্চার মূলক চলচ্চিত্র যা দর্শকদের মনে দাগ কেটে যায় এবং ভবিষ্যতে এটি বাংলা সিনেমার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হিসেবে থেকে যাবে।